হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
বর্ণশিল্প রহস্য
সুদীপ

হার্জের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

দুঃসাহসী টিনটিন

বর্ণশিল্প রহস্য

রোডিয়ার , সুদীপ

বর্ণশিল্প রহস্য

ঠক ঠক ঠক ঠক
ঘরর্ . . . ঘরর্ . . .ঘরর্ . . .
ঠক ঠক ঠক
ঠক ঠক ঠক
উমমম্ . . . কে? . . . এসো . .
ক্যাপ্টেন, আপনার জন্য জলখাবার এনেছি।
না . . . আমায় ঘুমোতে দাও নেস্টর।
তা বললে হবে! এই ওষুধটা তাহলে কে খাবে ?
ওরে বাবা! আপনি তো জানেন, হুইস্কি আমার এখন একদম সহ্য হচ্ছে না ।
হাঁউ মাঁউ খাঁউ , তুমি ওটা না খেলে আমি তোমায় খাব ।
ঠক ঠক ঠক
ওরে বাবারে ! মেরে ফেল্লে ! বাঁচাও !

উফ্ ! আহ্ ! উঁ উঁ উঁ উঁ !
ক্যাপ্টেন !
এ কী . . . টিনটিন ! . . . তুমি এখানে কি করছ ? যাক বাবা ! তাহলে এতক্ষন স্বপ্ন দেখছিলুম !
কিন্তু কি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন ! তুমি ভাবতেও পারবে না ।
রিরিরিং
রিরিরিং
হ্যালো ? হ্যাঁ বলুন . . . না ম্যাডাম . . .
না না , রং নাম্বার । এটা কসাইখানা নয় . . . কি মুশকিল . . . বলছি তো রং নাম্বার ।
বাপ্‌স্ ! কি বিভৎস স্বপ্ন জানো ? দেখলাম যে , নেস্টর আমার জন্য জলখাবার নিয়ে এসেছে । তারপর দেখি . . . এ তো নেস্টর নয় ! . . . আর জলখাবারই বা কোথায় !
তাই নাকি ?
তারপর হঠাৎ . . .
রিরিরিং
আবার ?
হ্যালো ? হ্যাঁ . . . কি ? . . . কে ? . . . বিয়াংকা কাস্তাফিওর ?
অ্যাঁ !
হ্যাঁ । আমি এইমাত্র লস এঞ্জেল্‌স থেকে এখানে পৌঁছালাম . . . আমি আরো দু'দিন তোমাদের দেশে আছি । তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে আর ক্যাপ্টেন হ্যাসপের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি । কেমন আছেন উনি ?
ভালোই আছেন । কিন্তু উনি যে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন । আপনার সঙ্গে দেখা না হলে ক্যাপ্টেন খুব দুঃখ পাবেন ।
আপনি এখন কোথা থেকে ফোন করছেন ?
আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি ।

ওহ . . . আপনি কি তাহলে আগামী কাল একবার আসতে পারবেন ?
না . . . আগামী কাল তো হবে না , এন্ডাডিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আছে ।
এন্ডাডিন ?
তুমি আবার বোলো না যে এন্ডাডিনকে চেনো না । মহান এবং অদ্বিতীয় এন্ডাডিন আকাশ । তুমি নিশ্চয়ই ওনার নাম শুনে থাকবে। এমন একজন জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক মানুষের সঙ্গে সুযোগমতো অবশ্যই সাক্ষাৎ করো ।
ওনার এমন ক্ষমতা, শুধু তোমার মাথায় একবারটি হাত রাখবেন . . . ব্যাস ! একবছরের জন্য তুমি সম্মোহিত হয়ে যাবে । ঈশিকায় এন্ডাডিনের একটি বাগানবাড়ি আছে । আমি তো ওনার আমন্ত্রনে ওখানে কয়েকদিনের জন্য যাচ্ছি ।
আচ্ছা . . .
এখন তাহলে রাখি ? আমি একটু কেনাকাটা করতে যাব । প্যাডককে আমার ভালোবাসা জানিও । টা টা ।
ভালো থাকবেন ।
কাপ্টেন ! কোথায় গেলে !
স্যার তো খুব হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন । এমন কি কফিটা পর্যন্ত খেলেন না । আর বলে গেলেন যে বিকেলের আগে ফিরবেন না ।
তাই নাকি ?
RA
LIPS
BLINK
খুব সময়মতো কেটে পড়েছি । ওই ভদ্রমহিলার খপ্পরে আর পড়তে চাই না ।
শহরের এই ভিড়ে মিশে গিয়ে আমি একেবারে বিপন্মুক্ত ।
সেরেছে !
সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা ! কাস্তাফিওর ! এখন কি করি !
GALERIE

ইয়ে . . . সুপ্রভাত । আমি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম । ভাবলাম একবার দেখে যাই ।
অবশ্যই , স্যার ।
আরে ! রামো নাশের প্রদর্শনী ! . . . উফ্ . . . দারুন ! রামো নিশ্চয়ই থাকবে । চলো, ভেতরে যাওয়া যাক ।
রামো নাশের • বর্ণ শিল্প
মরেছে ! মাপ করবেন . . .
আমি দুঃখিত , আপনাদের বিরক্ত করার জন্য । ভাবলাম . . . একবার বলে যাই যে আপনাদের প্রদর্শনী দেখে আমি মোহিত হয়ে গেছি ।
মহাশয় কি বর্ণশিল্প সম্পর্কে আগ্রহী ?
অবশ্যই . . . আমি তো এর জন্য পাগল ! আমার মতে এর থেকে বড় শিল্পই হয় না ।
আমি রামো নাশ । আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ।
আর ইনি মিস্টার ফোরকার্ট । এই প্রদর্শনশালার অধিকর্তা ।
নমস্কার , মিস্টার . . .
হ্যাডক . . . আর্কিবল্ড হ্যাডক ।
হ্যাডক ? আচ্ছা , আপনি টিনটিনের বন্ধু হ্যাডক নন তো ?
হ্যাঁ , আমিই ।
হুম্ , একেই বলে ভাগ্য । আমি কয়েকদিন ধরেই টিনটিনের কথা ভাবছিলাম । কিছু জরুরী কথা বলার ছিল । ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো নম্বর পাওয়া যাবে কি ?
অবশ্যই , লিখুন , মার্লিনস্পাইক ৬২১
অনেক ধন্যবাদ । আপনি রামো নাশের সঙ্গে প্রদর্শনী ঘুরে দেখুন । আমি দু'এক দিনের মধ্যেই টিনটিনের সঙ্গে কথা বলব ।
আসুন , এদিকে আসুন ।

আরে ! বিয়াংকা যে !
উফ্ . . . রামো ! কতদিন পর দেখা ! আমি ভাবতেও পারছি না . . .
চকাস্
চকাস্
এইবার তোমার সঙ্গে একজন শিল্পরসিকের আলাপ করিয়ে দিই . . .
ক্যাপ্টেন স্টপকক ! আপনি এখানে ! সত্যিই ভাবতে পারছি না ।
সিনিওরা , আপনাকে যে এখানে দেখব আমিও ভাবতে পারিনি ।
চকাম
চকাম
আপনাকে এখানে দেখে যে কি আনন্দ হচ্ছে ! আপনি বর্ণশিল্প ভালবাসেন ? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে, একজন সাধারণ নাবিক কোনোরকম প্রথাগত শিক্ষা ছাড়া শিল্প সম্পর্কে উৎসাহী হতে পারেন ।
এর দ্বারা এটাই প্রমান হয় যে তোমার শিল্প একই সঙ্গে এতোই সরল, এবং এতোই উৎকর্ষ, এবং এতোই মৌলিক, এবং এতোই বর্ণময় যে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একে অনুধাবন করতে পারে . . . অতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অত্যন্ত . . . অত্যন্ত . . . যাই হোক . . .
একেই বলে বর্ণশিল্প । সভ্যতার উৎস থেকে যার জন্ম । মনে করুন আপনি একজন আদিম গুহামানব ।
এদিকে দেখুন ক্যাপ্টেন । কি ক্ষমতা, কি মহত্ব ! আপনি চোখে যা দেখছেন তার বাইরে অন্য কিছু অনুভব করতে পারছেন কি ?
ইয়ে . . . মানে . . .
এই কাজটা দেখুন । সমগ্র বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র সংস্করন । প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি । বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ।
হুম্ ।
আর এটা ? একদম আপনার জন্যই ক্যাপ্টেন . . . ক্যাপক-এর কে ।
আমার নাম হ্যাডক , সিনিওরা ।
তা তো হতেই পারে । সেই জন্য আছে এই ছবিটা । আদক-এর এ ।
হ্যাডক এইচ দিয়ে শুরু হয় , সিনিওরা ।

তাহলে আমি বলতে পারি , এই পারপেক্সের তৈরী এইচ একদম আপনার কথা ভেবেই বানানো হয়েছে মিস্টার হ্যাডক ।
অসাধারণ . . . অভূতপূর্ব . . . অবর্ণনীয় . . . অকল্পনীয় !
আহা ! হ্যালমক-এর এইচ । আপনার সংগ্রহের জন্য একদম উপযুক্ত ।
বিয়াংকা ঠিকই বলেছে । এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না ।
সেইদিন বিকেলে . . .
শুভসন্ধ্যা স্যার । আশাকরি সারাদিন আপনার আনন্দে কেটেছে ।
তা বলতে পারো, নেস্টর ।
ক্যাপ্টেন , ফিরেছ কি ?
এদিকে এসো । তাড়াতাড়ি ।
তুমি ঠিক সময়ে এসেছ । আমির বেন কলিশ এজাবের সাক্ষাৎকার হচ্ছে ।
হ্যাঁ, আমি ইউরোপে এসেছি টুকিটাকি কেনাকাটা করতে । তা ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম উইন্ডসোর কাস্‌লটা কেনার ব্যাপারে । ওরা সেটা নাকচ করে দিল ! আমি ভেবে পাচ্ছি না কেন !
একই ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সে, আইফেল টাওয়ার কেনার সময় । আর ওই তৈল শোধনাগার . . . যেটাকে ওরা কি একটা সংগ্রহশালা বলছে . . . আমি যথার্থ মূল্যই প্রস্তাব করেছিলাম . . .
বিউবার্গ সেন্টার ? কিন্তু ওটা তো সত্যিই সংগ্রহশালা ।
জানি জানি । কিন্তু সেটা খাতায় কলমে । আমি বলছি শুনুন , ওটা একটা তৈল শোধনাগার, যাকে ওরা সংগ্রহশালা বানিয়ে রেখেছে । এবার আমি একটা সংগ্রহশালা বানাব যেটা দেখলে মনে হবে তৈল শোধনাগার । কিন্তু . . .
দুম !
বিস্ফোরণ ! মনে হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হামলা । যদি না . . .

অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখিত
আবদুল্লা , আমার দুষ্টু মিষ্টি লক্ষ্মী ছেলে , তুমি যা করেছ তার জন্য কাকুকে সরি বল ।
ওকে বকবেন না জাহাঁপনা । কিচ্ছু হয় নি । সামান্য একটা কালিপটকা । আসুন, আমরা আবার সাক্ষাৎকারে ফিরে যাই ।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম । আমি ওয়াদেসদায় একটি সংগ্রহশালা তৈরী করব । খেমেদ হবে অত্যাধুনিক শিল্পনগরী । এ ব্যাপারে প্রাথমিক স্তরের চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে ।
ধন্যবাদ , জাহাঁপনা ।
এই প্রসঙ্গে শিল্পদুনিয়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিয়ে রাখি, ফরাসি শিল্পবোদ্ধা জ্যাকস মোনাস্তি একটি নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহে নিখোঁজ হয়েছেন । এই সুদক্ষ নৌচালককে তিন দিন আগে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল সার্দিনিয়া বন্দরে ।
M. Jacques Monastir
তাঁর এমারাল্ড নৌবাহনটি অ্যাজাকিয়ার কোর্সিয়ান সমুদ্রতটে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি লম্বা দড়ি বোটটির সঙ্গে বাঁধা ছিল । সংগ্রাহকমহলে সুপরিচিত জ্যাকস মোনাস্তি ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্প সমঝদার।
অনুমান করা হচ্ছে, মি. মোনাস্তি বোটের সঙ্গে নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন । এবং সেইসময়ে দুর্ঘটনা ঘটে ।
শিল্পবোদ্ধা বলতে মনে পড়ল , মি. ফোরকার্ট নামে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। উনি তোমায় কিছু বলতে চান । কোনো এক সময়ে ফোন করতে পারেন ।
ক্যাপ্টেন, তুমি আবার কবে থেকে শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহী হলে ?
তাহলে দাঁড়াও , তোমাকে একটা জিনিস দেখাই ।
ক্যাপ্টেন শিল্প নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে ! এ তো বিরাট চমক !
এই যে !
?
এটা আবার কি বস্তু ?

এটা হল একটা বর্ণশিল্প । বুঝলে ? হ্যাডক-এর প্রথম বর্ণ এইচ ।
ও , তাই বুঝি ?
এটা কে তৈরী করেছেন জানো ? জামাইকার বিখ্যাত শিল্পি রামো নাশ । তুমি নিশ্চয়ই ওনার নাম শুনেছ ?
হ্যাঁ, কোথায় যেন শুনেছি। ঠিক মনে করতে . . .
এই যে বন্ধুরা, কি খবর ?
খবর ভালোই । আপনি কেমন আছেন ?
বাঁচা মরার প্রশ্ন উঠছে কেন হে ? তাই যদি হত তাহলে . . . আরে ! এটা কি ?
এটা হল রামো নাশের এক অতুলনীয় কীর্তি ।
?
এটা যে এইচ , সে তো দেখতেই পাচ্ছি । আমার প্রশ্ন হল এতো কিছু থাকতে হঠাৎ এইচ কেন ?
এমনিই । এর কোনো মানে নেই । এটা তো একটা শিল্প । শিল্পের কোনো অর্থ হয় নাকি ?
অপদার্থ ! তুমি আমাকে অপদার্থ বললে, ক্যাপ্টেন ! তুমি জানো আমি একজন বিজ্ঞানী । আর বিজ্ঞানের ধর্মই হল প্রশ্ন করা ।
কিন্তু . . .
সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো না , আবার আমাকে বলছ অপদার্থ ! ছিঃ !
আরে , প্রোফেসর , শুনুন . . .
কিন্তু যাই বল ক্যাপ্টেন , এটা দেখতে খুব সুন্দর । একদম জীবন্ত এইচ ।
ঠিক তাই । ইয়ে . . . জানো . . . আমি যখনই এটা দেখলাম আমার মাথায় একটা বিদ্যুৎ . . .
ড্যাং !
শুভসন্ধ্যা , বন্ধুগন ।
শুভসন্ধ্যা ।
উরিব্বাবা ! এটা আবার কোথা থেকে এল ? ঠিক যেন একেবারে এইচ-এর মতো দেখতে ? কিন্তু হঠাৎ এইচ-ই বা কেন ?
হ্যাঁ, এটা এইচ !

এর অন্য কোনো অর্থ নেই । এর নাম বর্ণশিল্প , আর শিল্পের কোনো অর্থ হয় না ।
তা তো বটেই , তা তো বটেই ।
বটেই তো ।
আপনারা বোধহয় কিছু বলতে এসেছিলেন , তাই না ?
সেটাই তো বলতে আসা ।
তুমি হয়তো জানো আমির বেন কলিশ এদেশে এসেছেন ।
হ্যাঁ । এইমাত্র টিভিতে ওনার সাক্ষাৎকার দেখছিলাম ।
আমাদের কাছে গোপন খবর আছে যে , আমিরের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হতে পারে।
সত্যি ?
হ্যাঁ , আশঙ্কা করা হচ্ছে যে , প্যালেস্টাইন সৈন্যরা ওকে অপহরণ করতে পারে।
এখানে আমরা কি করতে পারি ?
ভাবলাম , আপনারা তো ওনাকে ভালোভাবেই চেনেন , হয়তো আমিরকে এবং তাঁর ছেলেকে আপনাদের এখানে সুরক্ষা দিতে রাজি হবেন . . . সিগারেট চলবে নাকি ?
ধন্যবাদ ।
শোনো হে , আমার এখানে একদল যাযাবরের জায়গা করে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না । এমনকি .
এমনকি একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়কেও আমি আনন্দের সঙ্গে রাখতে রাজি আছি । কিন্তু ওই বিচ্ছু ছোঁড়া আবদুল্লা ? আবার ! কক্ষনো নয় ।
কিন্তু ওর মতো ভালো ছেলে আর দুটি হয় না । এই যে সিগারেটগুলো আমরা খাচ্ছি , এগুলোও তো ওরই দেওয়া ।
কি মহানুভব । তাই না ?
তোমরা যদি তাই ভেবে থাকো সেটা সম্পূর্ণ ভুল । কারণ আমি তো হাড়েহাড়ে চিনি যে ওই ছোঁড়া . . .
!
!
ফটাস
ফট

কি, বলেছিলাম না ? আমি ওই বিচ্ছুটাকে খুব ভালো করে চিনি ।
আপনারা ঠিক আছেন তো ?
হা হা হা । হো হো হো হো।
ফটাস্
!
ওরে আবদুল্লা, একবার তোকে শুধু হাতের কাছে পাই !
এখানে কিসের যুদ্ধ চলছে ?
না , যুদ্ধ নয় . . . সিগারেট বিস্ফোরণ . . . একজন আমাদের সঙ্গে মজা করেছে . . .
আহা, বিস্ফোরক সিগারেট ! যদি সেই কথাই বলতে চাও তাহলে আমার মামার প্রসঙ্গ চলে আসে ।
তার আগে বলো তো একেবারে এইচ-এর মতো দেখতে এই জিনিসটা কি ?
হ্যাঁ , ওটা একটা এইচ ।
কিন্তু হঠাৎ এইচ কেন ?
এটা একটা শিল্পকীর্তি । যার নাম বর্ণশিল্প । এটা তৈরী করেছেন রামো নাশ । এর অন্য কোনো অর্থ নেই । বোঝা গেল ?
ক্যাপ্টেন , শান্ত হও ।
রিরিরিং রিরিরিং
হ্যালো । না, না, এটা কসাইখানা নয় ।
কি ? ইয়ে . . . দুঃখিত . . . আমি ঠিক শুনতে পাইনি । একটু ধরুন । দিচ্ছি ।

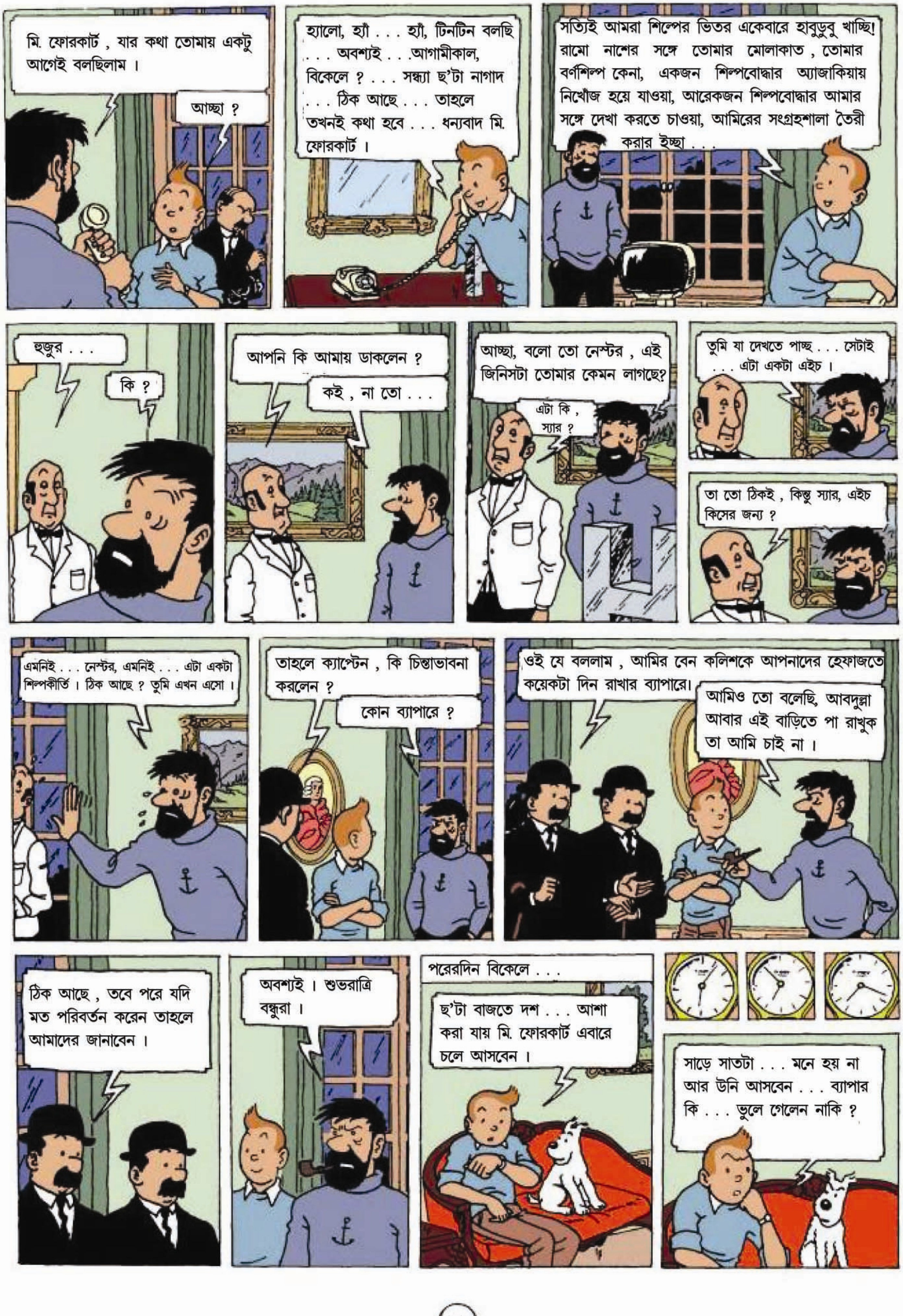

মি. ফোরকার্ট , যার কথা তোমায় একটু আগেই বলছিলাম ।
আচ্ছা ?
হ্যালো, হ্যাঁ . . . হ্যাঁ, টিনটিন বলছি . . . অবশ্যই . . .আগামীকাল, বিকেলে ? . . . সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ . . . ঠিক আছে . . . তাহলে তখনই কথা হবে . . . ধন্যবাদ মি. ফোরকার্ট ।
সত্যিই আমরা শিল্পের ভিতর একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছি! রামো নাশের সঙ্গে তোমার মোলাকাত , তোমার বর্ণশিল্প কেনা, একজন শিল্পবোদ্ধার অ্যাজাকিয়ায় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, আরেকজন শিল্পবোদ্ধার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া, আমিরের সংগ্রহশালা তৈরী করার ইচ্ছা . . .
হুজুর . . .
কি ?
আপনি কি আমায় ডাকলেন ?
কই , না তো . . .
আচ্ছা, বলো তো নেস্টর , এই জিনিসটা তোমার কেমন লাগছে?
এটা কি , স্যার ?
তুমি যা দেখতে পাচ্ছ . . . সেটাই . . . এটা একটা এইচ ।
তা তো ঠিকই , কিন্তু স্যার, এইচ কিসের জন্য ?
এমনিই . . . নেস্টর, এমনিই . . . এটা একটা শিল্পকীর্তি । ঠিক আছে ? তুমি এখন এসো ।
তাহলে ক্যাপ্টেন , কি চিন্তাভাবনা করলেন ?
কোন ব্যাপারে ?
ওই যে বললাম , আমির বেন কলিশকে আপনাদের হেফাজতে কয়েকটা দিন রাখার ব্যাপারে।
আমিও তো বলেছি, আবদুল্লা আবার এই বাড়িতে পা রাখুক তা আমি চাই না ।
ঠিক আছে , তবে পরে যদি মত পরিবর্তন করেন তাহলে আমাদের জানাবেন ।
অবশ্যই । শুভরাত্রি বন্ধুরা ।
পরেরদিন বিকেলে . . .
ছ'টা বাজতে দশ . . . আশা করা যায় মি. ফোরকার্ট এবারে চলে আসবেন ।
সাড়ে সাতটা . . . মনে হয় না আর উনি আসবেন . . . ব্যাপার কি . . . ভুলে গেলেন নাকি ?

পরেরদিন সকালে . . .
ও , খবরের কাগজ - ধন্যবাদ কুটুস ।
দেখা যাক . . . আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ কি আছে ।
এ কী !
দুর্ঘটনায় ফোরকার্ট নিহত
শিল্পজগতে আবার শোকের ছায়া
আজাকিয়ার সমুদ্রতটে জ্যাকস মোনাস্তির রহস্যজনক অন্তর্ধানের একদিনের মধ্যে শিল্পদুনিয়ায় আবার এক ইন্দ্রপতন। আজ একটি সড়ক দুর্ঘটনায় বিখ্যাত শিল্পবোদ্ধা হেনরি ফোরকার্টের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর গাড়িটি পাহাড়ি রাস্তার একটি বিপজ্জনক বাঁকে গিরিখাতে পড়ে যায়। বিস্ফোরণে গাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। চালকের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবরে আর কিছু জানা যায় নি।
তেলে অকেজো প্রচুর জমি
শ্রেষ্ঠত্বের
খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার . . . উনি আমাকে কিছু বলতে চাইছিলেন ! কিন্তু তার আগেই মারা গেলেন . . .
. . . ঠিক তাঁর আরেক সহকর্মীর মতোই . . .
আহারে , বেচারা ! একটা বাজে দুর্ঘটনা . . .
কিন্তু সবই কি নিছক দুর্ঘটনা ?
উফ্‌ ! তুমি কি সবকিছুর মধ্যেই রহস্য খুঁজে পাও নাকি !
হ্যাঁ , হয়তো তুমিই ঠিক , ক্যাপ্টেন . . . কিন্তু তবু আমি কয়েকটি ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করতে চাই ।
পরেরদিন সকালে . . .
কুটুস , তুই এখানে চুপটি করে একটু অপেক্ষা কর ।
CLOSED

আমি দুঃখিত , স্যার , আজ আমাদের বন্ধ আছে ।
হ্যাঁ , আমি দেখেছি . . . আমি এসেছি একটা অন্য দরকারে . . .
আমি একজন সাংবাদিক । আমার নাম টিনটিন । মি. ফোরকার্ট দু'দিন আগে আমায় ফোন করেছিলেন । উনি একটা খুব জরুরি বিষয় আমাকে জানাতে চাইছিলেন । বলেছিলেন যে , কাগজে ছাপার জন্য একটা অভিনব বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে পারি । আমরা দেখা করব বলেও ঠিক করি । কিন্তু আমাদের সাক্ষাতের ঠিক আগেই উনি দুর্ঘটনায় নিহত হন ।
হ্যাঁ স্যার । খুবই দুঃখজনক ।
আমি ভাবছিলাম , আপনি হয়তো জানতে পারেন যে উনি আমাকে কি বলতে চাইছিলেন ।
না স্যার , উনি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন আমি তো তাও জানতাম না । এ ব্যাপারে উনি আমাকে কিছুই বলেন নি ।
দেখুন , দু'জন সুপরিচিত শিল্পবোদ্ধার পরপর এইরকম অন্তর্ধানের খবরে আমি খুব বিচলিত বোধ করছি । আমার তো এটাও সন্দেহ হচ্ছে যে , এগুলি সত্যিই দুর্ঘটনা কিনা !
সে কি ! আপনি কি বলতে চাইছেন . . .
মি. ফোরকার্টের তো কোনও শত্রু ছিল না । কে তাঁকে হত্যা করতে চাইবে ? ওনার মতো ভালো লোক হয় না ।
আর একজন গাড়িচালক হিসাবে উনি কেমন ছিলেন ?
সাবধানী ছিলেন কি ? মাপ করবেন , গাড়ি চালানোর সময় উনি কি কখনো একটু আধটু মদ্যপান করতেন ?
কক্ষনো নয় । উনি জল ছাড়া আন্য কিছু পান করতেন না । আর খুব সতর্কতার সঙ্গেই গাড়ি চালাতেন ।
আর তাঁর গাড়ি ? গাড়িটিতে কোনো গন্ডগোল ছিল কি ?
সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না । তবে মি. ফোরকার্ট কয়েকদিন আগে গ্যারেজে গাড়ির কিছু কাজ করিয়েছিলেন মনে হয় । সেখানে খোঁজ নিতে পারেন ।
ঠিকানাটা দিতে পারবেন ?
দাঁড়ান দেখছি . . . হ্যাঁ , গ্যারেজের নাম অ্যাভিনুর , মালিকের নাম ফ্লুরো , জায়গাটা হল ল্যানেল্ট , মি. ফোরকার্টের বাড়ির কাছেই ।
আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ . . . মিস . . . মিস . . .
ভ্যান্দেজা . . . মার্টিনা ভ্যান্দেজা ।
আর এবার , কুটুস , আমরা যাবো ল্যানেল্ট । এখান থেকে তিরিশ কিলোমিটার দুরে । তোকে আরো অনেক্ষন চুপ করে বসে থাকতে হবে ।
GALER
ওই যে , যাচ্ছে . . . দেখো , হারিয়ে না যায় ।

অ্যাভিনুর গ্যারেজ
আপনি কি মি. ফ্লুরো ?
হ্যাঁ , বলুন ।
সুপ্রভাত । আমি একজন সাংবাদিক। আমি মি. ফোরকার্টের দুর্ঘটনার ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই ।
হ্যাঁ, খুবই দুঃখজনক ঘটনা । কিন্তু এই ব্যাপারে যা বলার আমি তো সবই পুলিশকে বলেছি ।
মি. ফোরকার্ট আমার খুব পুরাতন খরিদ্দার ছিলেন । কিছুদিন আগেই উনি এসেছিলেন ওনার গাড়ির তেল লিক করার সমস্যা নিয়ে । খুবই সামান্য কাজ । শুধু ছিপিটা পাল্টে দিলাম ।
এ ছাড়া গাড়ির আর কোনো সমস্যা ছিল কি ?
একদম নয় । গাড়িটা বলতে গেলে একদম নতুন ছিল । বত্রিশ হাজার কিলোমিটারও চলেনি । আমার মনে হয় মি. ফোরকার্ট নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিলেন । চেনা রাস্তা , এখান থেকে ওনার বাড়িও বেশি দূর নয় ।
দুর্ঘটনার জায়গাটা ঠিক কোথায় বলুন তো ।
সঠিক জায়গাটা আমি আপনাকে ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি ।
এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে । ল্যানেল্ট আর মারমন্টের মাঝামাঝি ।
আপনি এখানে গেলেই দেখতে পাবেন রাস্তার ধারের পাঁচিল ভাঙা । গাড়িটা এখনও নদীতে পড়ে রয়েছে ।
অনেক ধন্যবাদ , মি. ফ্লুরো ।
আসুন ।

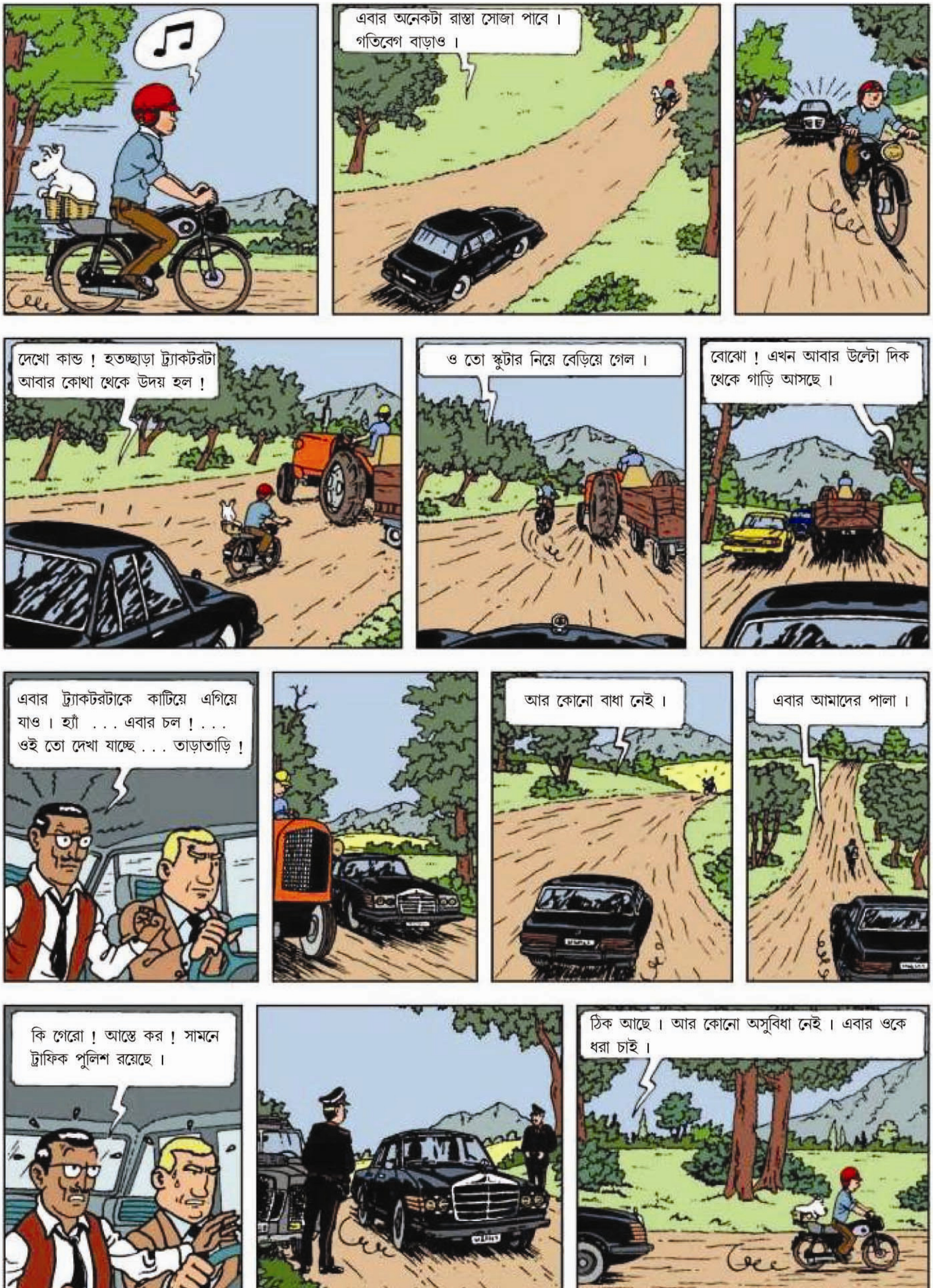
এবার অনেকটা রাস্তা সোজা পাবে । গতিবেগ বাড়াও ।
দেখো কান্ড ! হতচ্ছাড়া ট্র্যাকটরটা আবার কোথা থেকে উদয় হল !
ও তো স্কুটার নিয়ে বেড়িয়ে গেল ।
বোঝো ! এখন আবার উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসছে ।
এবার ট্র্যাকটরটাকে কাটিয়ে এগিয়ে যাও । হ্যাঁ . . . এবার চল ! . . . ওই তো দেখা যাচ্ছে . . . তাড়াতাড়ি !
আর কোনো বাধা নেই ।
এবার আমাদের পালা ।
কি গেরো ! আস্তে কর ! সামনে ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে ।
ঠিক আছে । আর কোনো অসুবিধা নেই । এবার ওকে ধরা চাই ।

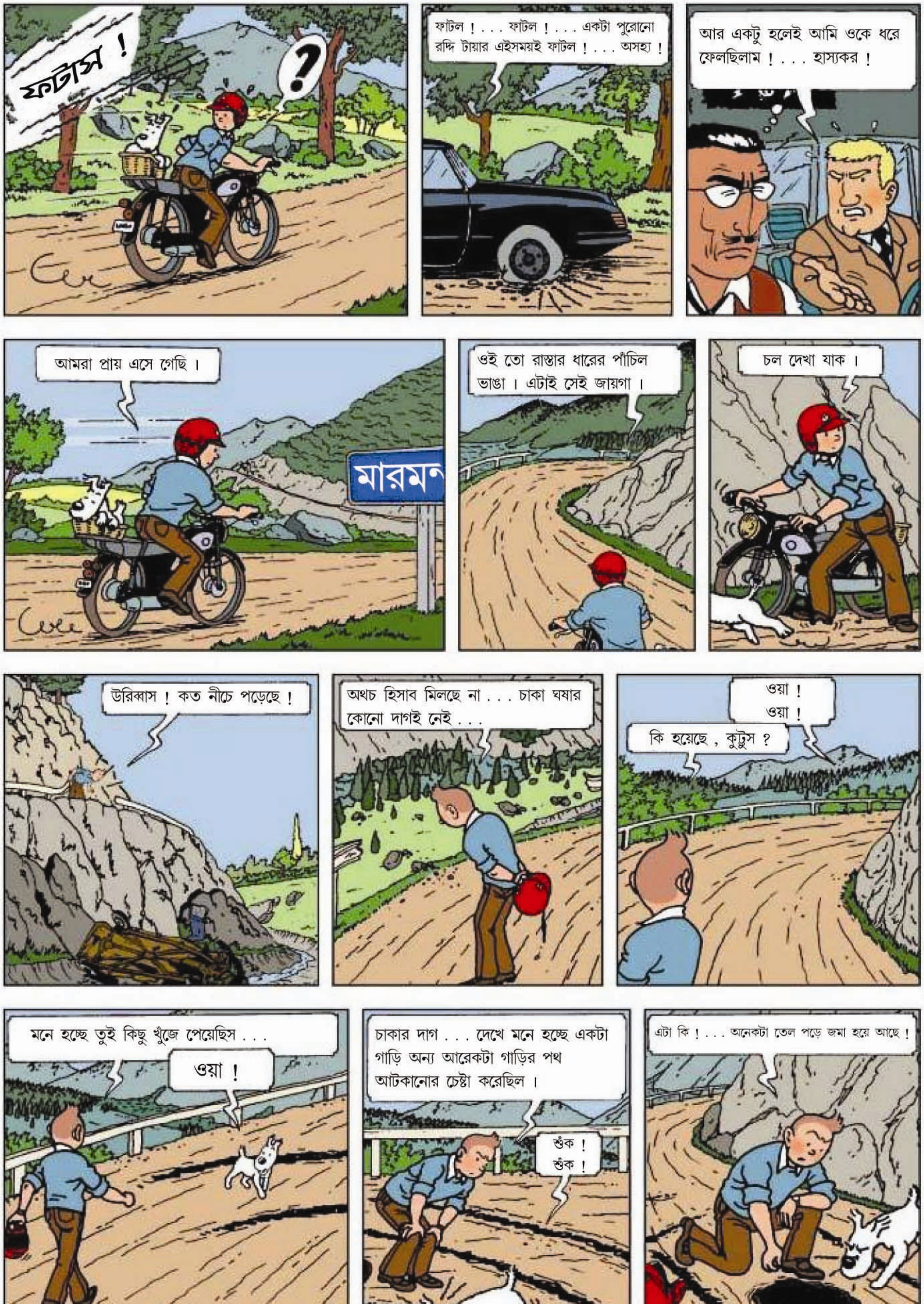
ফটাস !
?
ফাটল ! . . . ফাটল ! . . . একটা পুরোনো রদ্দি টায়ার এইসময়ই ফাটল ! . . . অসহ্য !
আর একটু হলেই আমি ওকে ধরে ফেলছিলাম ! . . . হাস্যকর !
আমরা প্রায় এসে গেছি ।
মারমন
ওই তো রাস্তার ধারের পাঁচিল ভাঙা । এটাই সেই জায়গা ।
চল দেখা যাক ।
উরিব্বাস ! কত নীচে পড়েছে !
অথচ হিসাব মিলছে না . . . চাকা ঘষার কোনো দাগই নেই . . .
ওয়া !
ওয়া !
কি হয়েছে , কুটুস ?
মনে হচ্ছে তুই কিছু খুঁজে পেয়েছিস . . .
ওয়া !
চাকার দাগ . . . দেখে মনে হচ্ছে একটা গাড়ি অন্য আরেকটা গাড়ির পথ আটকানোর চেষ্টা করেছিল ।
শুঁক !
শুঁক !
এটা কি ! . . . অনেকটা তেল পড়ে জমা হয়ে আছে !

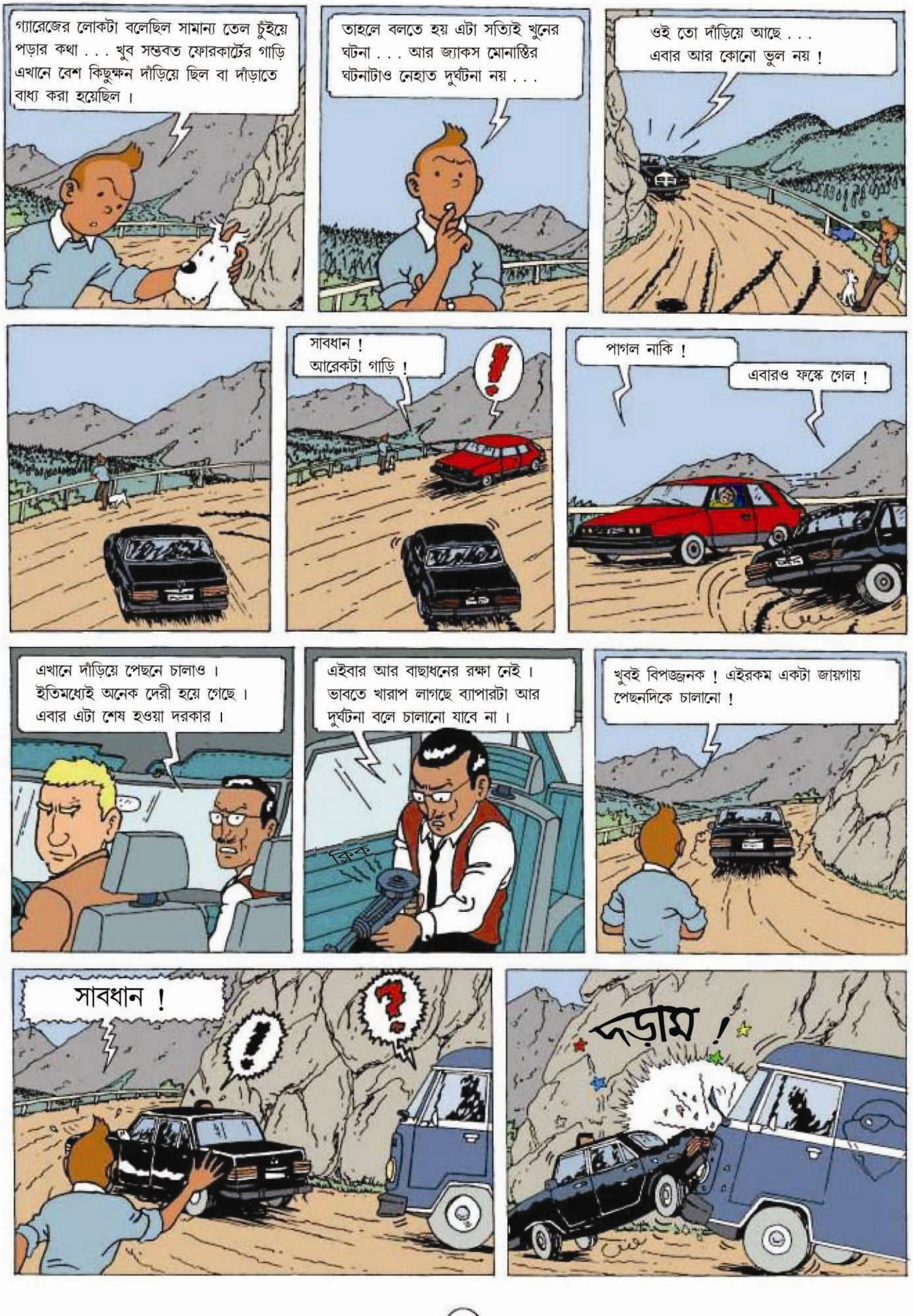
গ্যারেজের লোকটা বলেছিল সামান্য তেল চুঁইয়ে পড়ার কথা . . . খুব সম্ভবত ফোরকার্টের গাড়ি এখানে বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল বা দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল ।
তাহলে বলতে হয় এটা সত্যিই খুনের ঘটনা . . . আর জ্যাকস মোনাস্তির ঘটনাটাও নেহাত দুর্ঘটনা নয় . . .
ওই তো দাঁড়িয়ে আছে . . . এবার আর কোনো ভুল নয় !
সাবধান ! আরেকটা গাড়ি !
!
পাগল নাকি !
এবারও ফস্কে গেল !
এখানে দাঁড়িয়ে পেছনে চালাও । ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে । এবার এটা শেষ হওয়া দরকার ।
এইবার আর বাছাধনের রক্ষা নেই । ভাবতে খারাপ লাগছে ব্যাপারটা আর দুর্ঘটনা বলে চালানো যাবে না ।
ক্লিক
খুবই বিপজ্জনক ! এইরকম একটা জায়গায় পেছনদিকে চালানো !
সাবধান !
!
?
দড়াম !

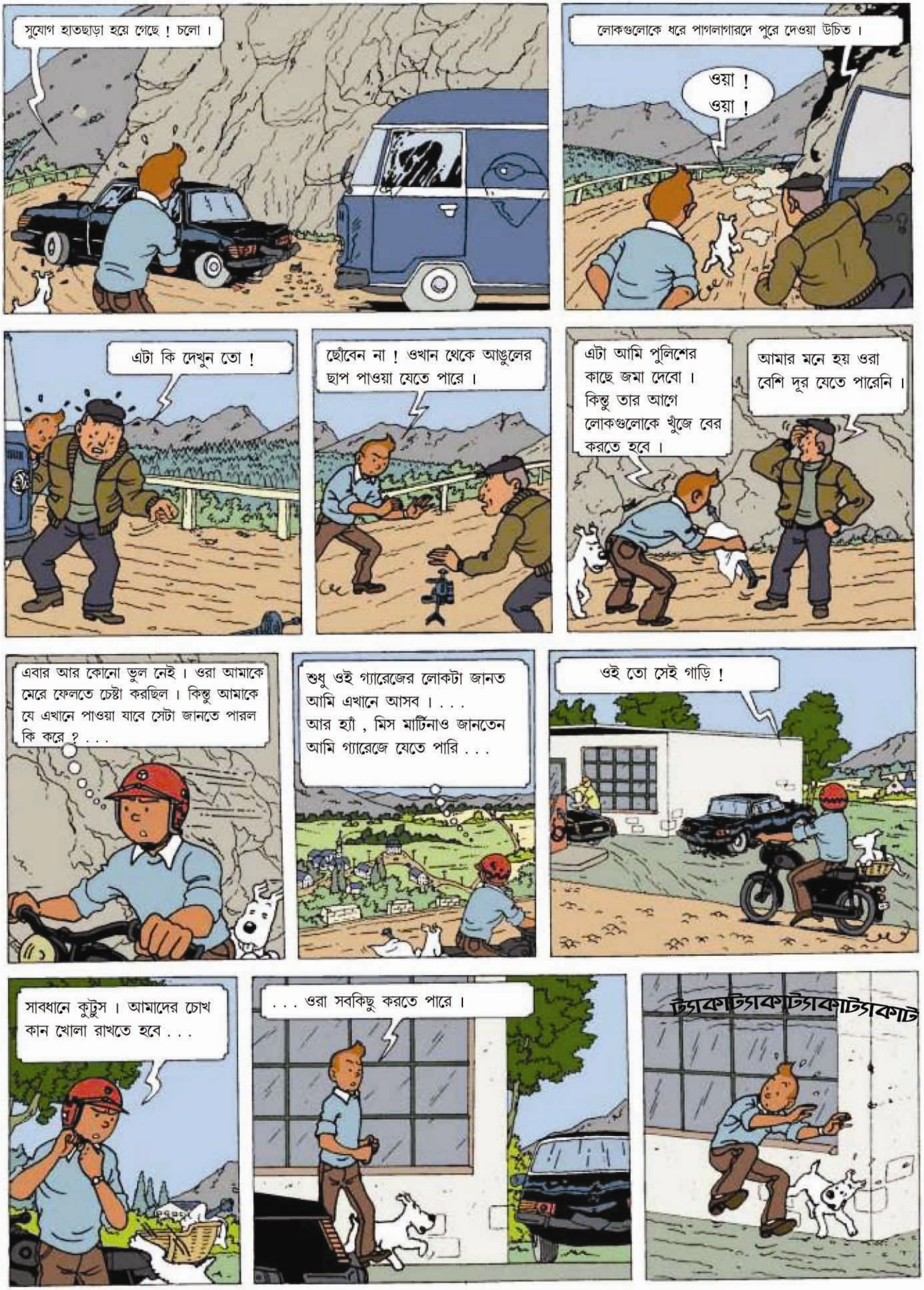
সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে ! চলো ।
লোকগুলোকে ধরে পাগলাগারদে পুরে দেওয়া উচিত ।
ওয়া ! ওয়া !
এটা কি দেখুন তো !
ছোঁবেন না ! ওখান থেকে আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে ।
এটা আমি পুলিশের কাছে জমা দেবো । কিন্তু তার আগে লোকগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে ।
আমার মনে হয় ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি ।
এবার আর কোনো ভুল নেই । ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছিল । কিন্তু আমাকে যে এখানে পাওয়া যাবে সেটা জানতে পারল কি করে ? . . .
শুধু ওই গ্যারেজের লোকটা জানত আমি এখানে আসব । . . .
আর হ্যাঁ , মিস মার্টিনাও জানতেন আমি গ্যারেজে যেতে পারি . . .
ওই তো সেই গাড়ি !
সাবধানে কুটুস । আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে . . .
. . . ওরা সবকিছু করতে পারে ।
ট্যাকাট্যাকাট্যাকাট্যাকাট

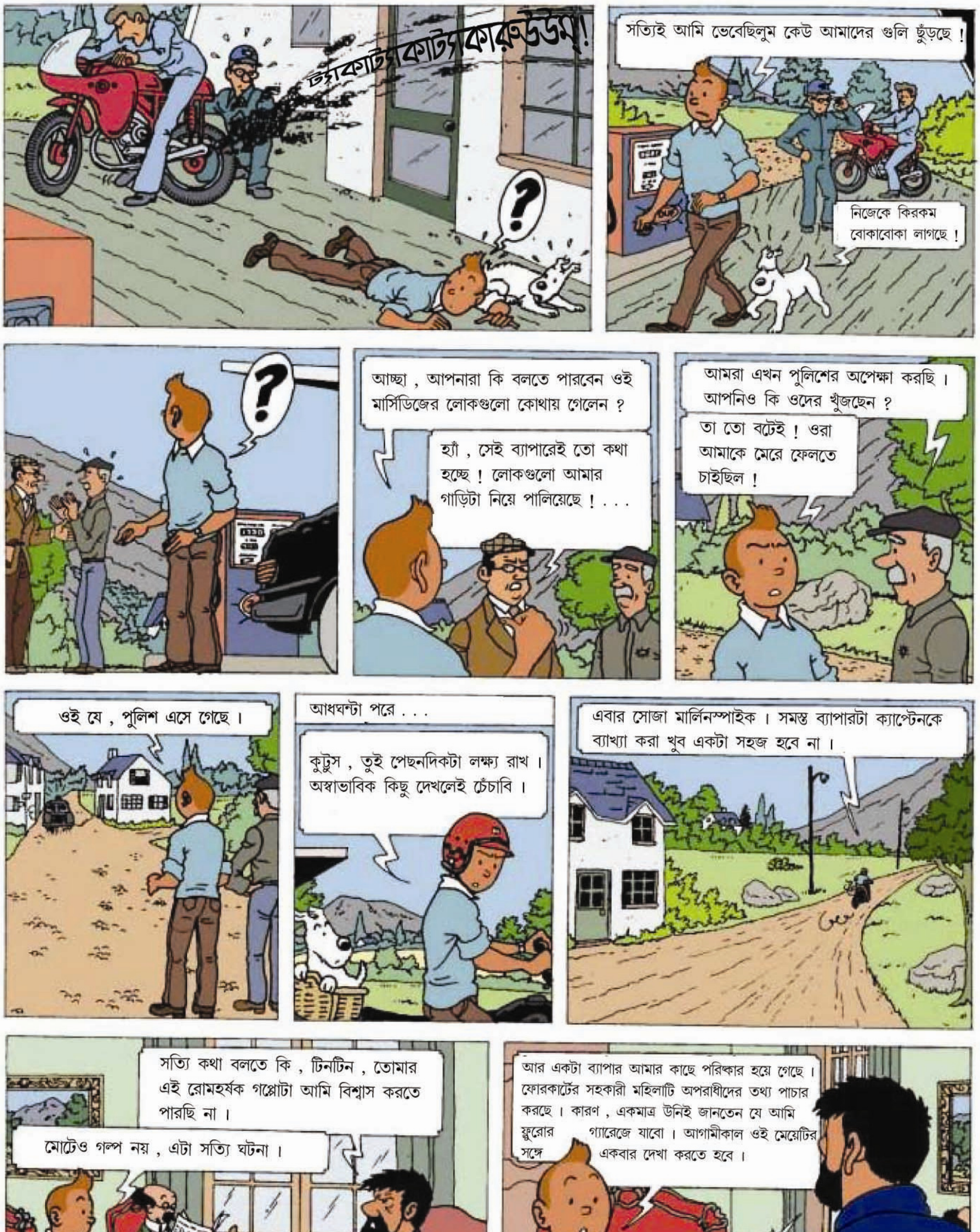

ট্যাকাটস্যাকাটস্যাকারুউউম্ !
সত্যিই আমি ভেবেছিলুম কেউ আমাদের গুলি ছুঁড়ছে !
নিজেকে কিরকম বোকাবোকা লাগছে !
আচ্ছা , আপনারা কি বলতে পারবেন ওই মার্সিডিজের লোকগুলো কোথায় গেলেন ?
হ্যাঁ , সেই ব্যাপারেই তো কথা হচ্ছে ! লোকগুলো আমার গাড়িটা নিয়ে পালিয়েছে ! . . .
আমরা এখন পুলিশের অপেক্ষা করছি । আপনিও কি ওদের খুঁজছেন ?
তা তো বটেই ! ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল !
ওই যে , পুলিশ এসে গেছে ।
আধঘন্টা পরে . . .
কুটুস , তুই পেছনদিকটা লক্ষ্য রাখ । অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই চেঁচাবি ।
এবার সোজা মার্লিনস্পাইক । সমস্ত ব্যাপারটা ক্যাপ্টেনকে ব্যাখ্যা করা খুব একটা সহজ হবে না ।
সত্যি কথা বলতে কি , টিনটিন , তোমার এই রোমহর্ষক গপ্পোটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ।
মোটেও গল্প নয় , এটা সত্যি ঘটনা ।
আর একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে । ফোরকার্টের সহকারী মহিলাটি অপরাধীদের তথ্য পাচার করছে । কারণ , একমাত্র উনিই জানতেন যে আমি ফ্লুরোর গ্যারেজে যাবো । আগামীকাল ওই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে ।
আমিও তোমার সঙ্গে যাবো , টিনটিন ।

পরেরদিন সকালে . . .
আমি গাড়িতেই অপেক্ষা করছি ।
আশাকরি বেশি সময় লাগবে না ।
GALERIE FOU
আরে সুপ্রভাত, মি. টিনটিন । কি সৌভাগ্য !
খুব একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার নয় , মিস মার্টিনা ।
আপনি জানেন কি যে আমি আরো অনেক বেশি নিশ্চিত হয়েছি যে মি. ফোরকার্টের কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নি ।
মি. টিনটিন , আপনি সত্যিই এটা বিশ্বাস করেন ?
হ্যাঁ , করি । আর তার প্রমাণও আমি গতকাল পেয়েছি । কেউ বা কারা আমাকেও খুন করতে চাইছে ।
কি বলছেন আপনি ! এ সত্যি হতে পারে না ।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই সত্যি । আর মাত্র একজনই জানত যে আমি ফ্লুরোতে গ্যারেজের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি ।
তাই নাকি ? কে সেই একজন ?
একদম তাই । মিস ভ্যান্দেজা . . . সেই একজন আর কেউ নয় . . . সে হল . . .
কে ?
আপনি !
আমি ?
হ্যাঁ আপনি ! . . . এবার বলুন তো , আমার ল্যানল্টে যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি কাকে বলেছেন ?
আমি দিব্যি কেটে বলছি . . . আপনি বিশ্বাস করুন . . . আমি কাউকে বলিনি ।
আমি ভাবতে পারছি না ! . . . আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন . . . আমি কিনা . . . আমি কিনা . . . ছিঃ ! . . . ফ্যাঁচ . . . ফ্যাঁচ . . .
মনে হচ্ছে মেয়েটা সত্যি কথা বলছে । . . . কিন্তু প্রশ্ন . . .তাহলে কে ? . . . আর কে হতে পারে ? . . . কে ? . . . দাঁড়াও . . . যদি না . . .
ঠিক , ঠিক , ওফ . . . এই কথাটা কেন আগে চিন্তা করিনি ?
?

আচ্ছা বলুন তো , এই প্রদর্শনশালায় আপনি ছাড়া আর কেউ আছেন কি ?
হ্যাঁ , মিসেস লাইজট , আমাদের পুস্তক সংরক্ষক । এই ঘরটিতে বসেন ।
উনি কি সবসময় এখানে থাকেন ?
না , উনি মাসে দু'বার আসেন ।
সেক্ষেত্রে এটা ওনার কাজ নয় ।
টক্ টক্ টক্
?
উনি একটু কানে কম শোনেন . . . আরো জোরে আওয়াজ করুন ।
ঠক্ ঠক্ ঠক্
ভিতরে এসো !
মিসেস লাইজট ?
এসো , এসো । মার্টিনা , ভিতরে এসো ।
এই রিপোর্টটা রাখো । আর , যদি কিছু মনে না কর তাহলে আমাকে গতবছরের বিক্রির হিসেবটা একটু দিও ।
?
কিন্তু . . . একি ! . . . তুমি তো মার্টিনা নও . . . কে তুমি ?
না ম্যাডাম , আমার নাম টিনটিন । আমি মি. ফোরকার্টের মৃত্যুর ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করছি ।
পঁচিশ বছর ধরে আমি এখানে চাকরের মতো কাজ করছি । এই কোম্পানীতে কাজ করতে করতে আমার চোখে ছানি পড়ে গেল । তারপরেও আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে , জানি না কেন . . .
ব্যাস , আমার আর কিছুই বলার নেই ।
ইয়ে . . . ধন্যবাদ , মিসেস লাইজট ।
এই কাজ ইনি করতে পারেন না । ভদ্রমহিলা বদমেজাজী হলেও অসৎ নন । আর তাছাড়া , কানেও কম শোনেন । উনি আমাদের কথোপকথন শুনতে পাবেন না ।

ঠিক আছে , ঠিক আছে ! আর কাঁদতে হবে না ! . . . আমার মাথায় আরেকটা চিন্তা এসেছে । এই অফিসের কোথাও কি কোনো লুকোনো মাইক্রোফোন আছে ? যার মাধ্যমে আমাদের কথাবার্তা রেকর্ড করা যেতে পারে ?
কিন্তু কেন ? . . . কিসের জন্য ?
আপনিও যে তিমিরে আমিও সেই তিমিরে , তবু আমাদের একবার খুঁজে দেখতে হবে ।
খুদে শার্লক হোমস এতো সময় ধরে কি করছে !
আরো আধঘন্টা পরে . . .
FOURCART
অবশেষে !
রামো নাশের বর্ণ শিল্প
কাজ হল ?
নাঃ ! . . . আমি ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে পারিছ না ।
ক্লাক
তাহলে বাড়ি ফেরা যাক ?
চলো ।
DAMSAM
!
?
DAMSAM
?
ক্যাপ্টেন ! গাড়ি থামাও !

কেকাকরপুন্ডপুল্টিশ ! ফোস্কাপড়া ঝঞ্ঝাবর্ত ! সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা ! এইভাবে থামানোর অর্থটা কি ?
দুঃখিত ক্যাপ্টেন ! তাড়াতাড়ি নেমে এসো ।
কিন্তু টিনটিন , কারণটা তো বলবে !
ওয়া !
আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চৌম্বকত্ব
সঙ্গীতভবন
২২ শে মে সন্ধ্যা ৭ টা
এন্ডাডিন আব
ওই গলার অলঙ্কারটা আমি সম্প্রতি কোথাও দেখেছি । কিন্তু কোথায় ?
হ্যাঁ , মিস মার্টিনা এইরকম একটি লকেট পরেছিলেন । তিনি কি এই জ্যোতিষীর শিষ্যা নাকি ! অনুষ্ঠানটায় একবার গেলে হয় ।
ইনি সেই এন্ডাডিন যাঁর কথা বিয়াংকা কাস্তাফিওর বলেছিলেন । তাহলে ক্যাপ্টেন , যাবে নাকি এই অনুষ্ঠানে ?
তুমি যখন বলছ , চলো আজ রাতেই যাওয়া যাক ।
PALACE
বন্ধুগন , আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করতে পারছি বিখ্যাত আধ্যাত্মিক এন্ডাডিন আকাশ মহাশয়কে । আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা উঠে দাঁড়িয়ে . . .
ক্যাপ্টেন , উঠে দাঁড়াও । আর ওই টুপিটা মুখ থেকে নামাও ।
উমমমমম . . . ?
হুমদোটা কি করতে চাইছে ?
সমস্ত চিন্তাশক্তি একত্র করছেন ।
শ্‌শ্‌শ্‌ !
আস্তে !
চুপ !

আমি দিব্যদৃষ্টিতে সন্দেহজনক শত্রুর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি । এই পরিবেশ সে নষ্ট করে দিতে চায় । আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা , তোমরা সবাই আমার সাথে একসঙ্গে উচ্চারণ কর . . .
. . . সেই পবিত্র শব্দবন্ধ , যা তোমাদের সমস্ত শক্তিকে . . .
এই গলার আওয়াজ আমার খুব চেনা চেনা লাগছে . . . মনে করতে পারছি না কার . . .
এক্ষুনি পেছন ফিরে দেখো না , তোমার একটু পেছনে ডানদিকে বসে রয়েছে . . .
মানিকজোড় । আমি অবাক হচ্ছি , ওরা এখানে কি করছে ?
এছাড়াও আছে . . . ওদিকে দেখো . . . একেও আমরা চিনি . . . মি. সাখারিন (১) ।
তারপর শুরু হল . . .
এখন আমি আবাহন করব সার্বভৌম ঐশ্বরিক শক্তিসমূহ . . .
হ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ
চ্ছোঃওওও
ইয়ে . . . যা বলছিলাম । আমি সেই শক্তিকে আমাদের মধ্যে ডেকে আনব . . .
পটাং !
ফুঁচ ! ফুঁচ ! এবার যেন একটু ভাল লাগছে !
নাকের মধ্যে যদি সুড়সুড়ি লাগে আর হাঁচি না হয় , তাহলে কিরকম অস্বস্তি হয় বল তো ?
ঠিক আছে ক্যাপ্টেন , এবার একটু চুপ করে বসো তো ।
সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা ! পাইপটা আবার কোথায় গেল !
ও দাদা , আমার পাইপটা দেখেছেন ?
হ্যাঁ , মনে হয় ওটা গড়িয়ে সামনের আসনের তলায় চলে গেছে ।
কিছু মনে করো না । পাইপটা খুঁজে বের করতেই হবে ।

(১) বোম্বেটে জাহাজ

অনেক হয়েছে ক্যাপ্টেন । সারা প্রেক্ষাগৃহের লোক তোমায় চিনে ফেলেছে । এখন চুপ করে নিজের যায়গায় বসো ।
অনুগ্রহ করে শুনবেন , কেউ যদি একটা পাইপ খুঁজে পান তাহলে দয়া করে সভার শেষে সেটা এই ভদ্রলোককে ফেরত দেবেন ।
ফোস্কাপড়া ঝঞ্ঝাবর্ত ! সবার সামনে আমাকে এভাবে হাস্যাস্পদ করে তোমার কি লাভটা হল ?
কিছুক্ষন পরে . . .
ওঁওম !
ওঁওম !
ওঁওম !
ওঁওম !
ওঁওম !
ওঁওম !
ওঁওম !
ওঁওম !
?
এটা অনেকটা সেই তীর্থযাত্রীদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে । শুনেছ নিশ্চয়ই . . . ভোলে ব্যোম তারকব্যোম . . .
ব্যোম ব্যোম তারকব্যোম !
শশ্‌শ্‌ ! শশশ্‌ !
ওঁওম ! ওঁওম !
ওঁওম !
এখন আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত শক্তি চুম্বকিত হয়েছে । আমি তোমাদের মধ্যে সেই ক্ষমতা ছড়িয়ে দেব । আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা , তোমরা একে একে এগিয়ে এসো । আমি অনুভব করছি, আমার ভিতরে সঞ্চিত যে সর্বাত্মক শক্তি . . .
চলো যাওয়া যাক , ক্যাপ্টেন । আমার মনে হচ্ছে একজন তোমার পাইপটা খুঁজে পেয়েছেন ।
সুখে থাকো বৎস ! . . . কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না !
এই স্বর . . .
বাবাজীর ক্যারিশমা আছে বলতে হয় ! . . . সাখারিনের মত জামিলা আর হারকিউলিসও (১) এসেছেন দেখছি !
সুখে শান্তিতে থাকো , বৎস . . .
!
ওঃ ! দেখেছ ক্যাপ্টেন ! মিস মার্টিনা , ফোরকার্টের সহকারী ।

(১) মমির অভিশাপ

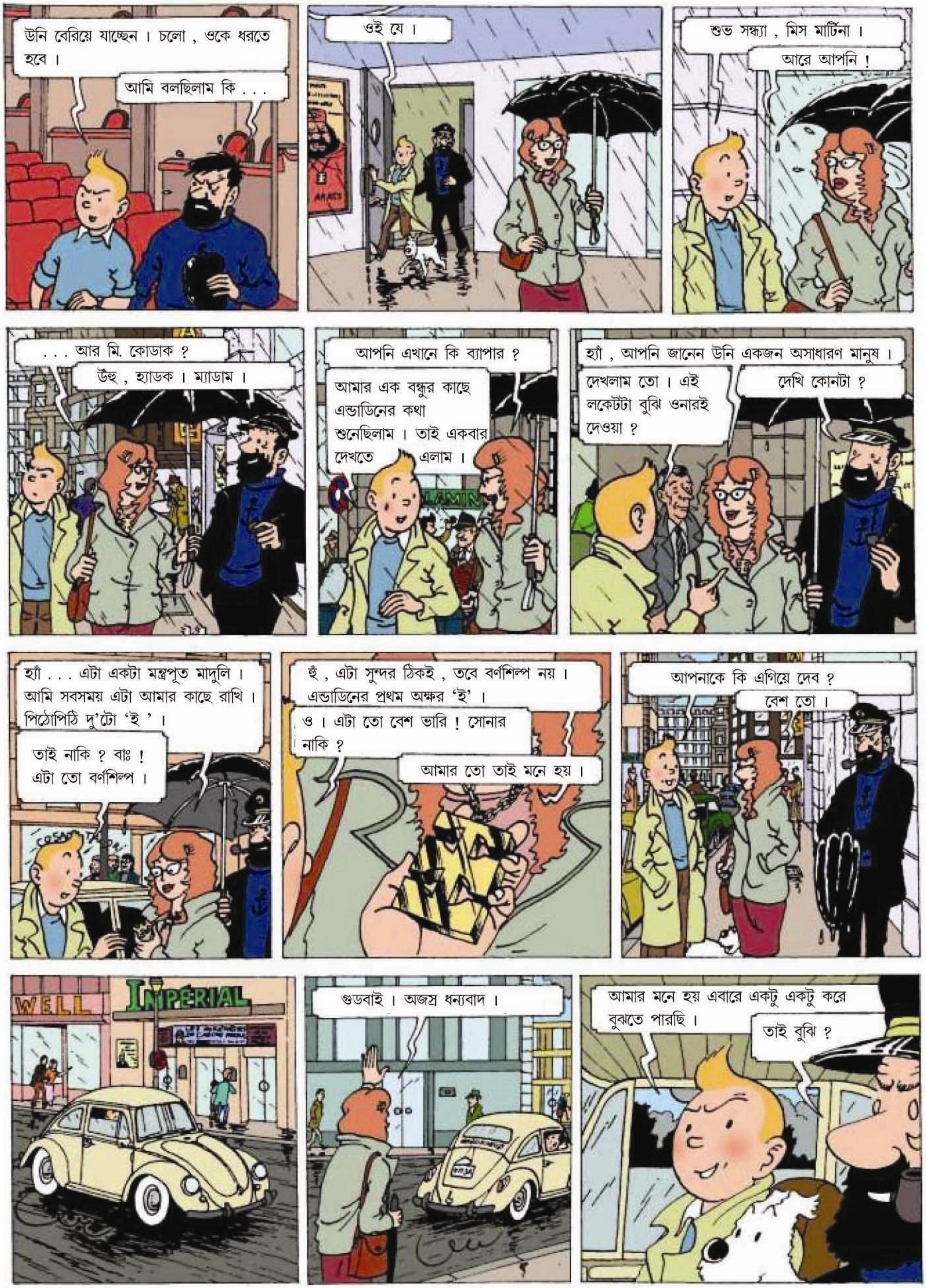
উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন । চলো , ওকে ধরতে হবে ।
আমি বলছিলাম কি . . .
ওই যে ।
শুভ সন্ধ্যা , মিস মার্টিনা ।
আরে আপনি !
. . . আর মি. কোডাক ?
উঁহু , হ্যাডক । ম্যাডাম ।
আপনি এখানে কি ব্যাপার ?
আমার এক বন্ধুর কাছে এন্ডাডিনের কথা শুনেছিলাম । তাই একবার দেখতে এলাম ।
হ্যাঁ , আপনি জানেন উনি একজন অসাধারণ মানুষ ।
দেখলাম তো । এই লকেটটা বুঝি ওনারই দেওয়া ?
দেখি কোনটা ?
হ্যাঁ . . . এটা একটা মন্ত্রপূত মাদুলি । আমি সবসময় এটা আমার কাছে রাখি । পিঠোপিঠি দু'টো 'ই ' ।
তাই নাকি ? বাঃ ! এটা তো বর্ণশিল্প ।
হুঁ , এটা সুন্দর ঠিকই , তবে বর্ণশিল্প নয় । এন্ডাডিনের প্রথম অক্ষর 'ই' ।
ও । এটা তো বেশ ভারি ! সোনার নাকি ?
আমার তো তাই মনে হয় ।
আপনাকে কি এগিয়ে দেব ?
বেশ তো ।
WELL
IMPERIAL
গুডবাই । অজস্র ধন্যবাদ ।
আমার মনে হয় এবারে একটু একটু করে বুঝতে পারছি ।
তাই বুঝি ?

কাল বিকেলের মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করছি ।
যাক বাবা !
পরেরদিন সকালে . . .
সুপ্রভাত , মিস মার্টিনা । আবার একবার আসতে হল ।
তাতে কি হয়েছে । আপনি এলে আমার ভালই লাগে ।
আমি আপনাকে বলতে এলাম যে আজ বিকেলেই অপরাধীদের মুখোশ খুলে যাবে । মার্লিনস্পাইকের কাছে পুরোনো ফ্রক্স কারখানায় রাত আটটায় যেতে হবে । আমার হাতে লাল আলোর সঙ্কেত থাকবে । ওদের একজনের সঙ্গে ওই সময় ওখানে আমার মোলাকাত আছে ।
সর্বনাশ ! সাবধানে থাকবেন ।
সন্ধ্যাবেলা . . .
কুট্টুস , এখানে অপেক্ষা কর ।
এবারে আমায় সাবধান হতে হবে ।
আমি এসে গেছি । আপনি কোথায় ? কথা অনুযায়ী আলোর সঙ্কেত দেখান ।
ঠিক আছে ।
এবার আপনার সঙ্কেত ।
হ্যাঁ . . .
. . . এই যে ।
ক্যা টা ক্যা টা
ক্যা টা ক্যা টা
খতম ! চলো কেটে পড়া যাক ।

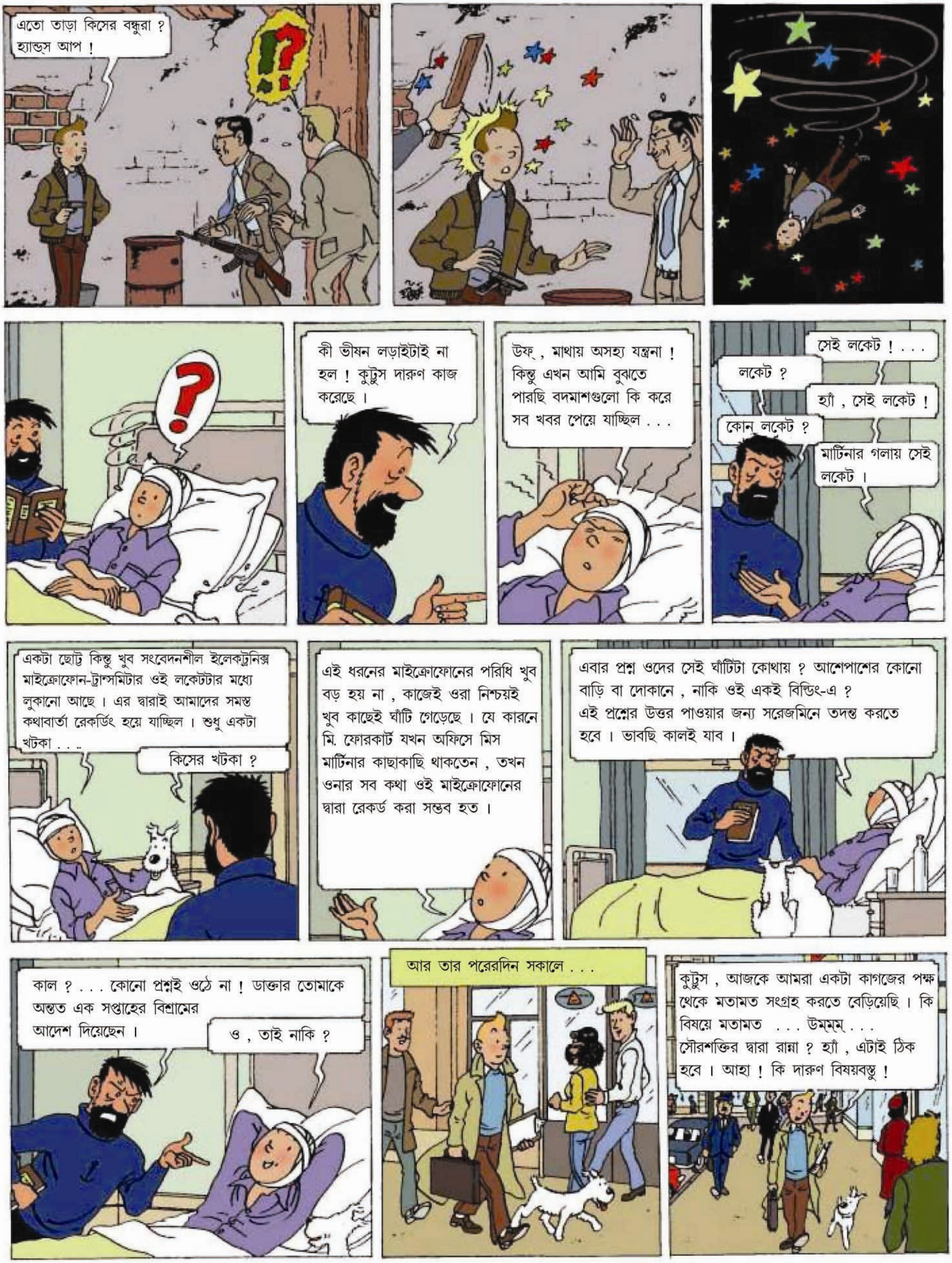
এতো তাড়া কিসের বন্ধুরা ? হ্যান্ডস্ আপ !
কী ভীষন লড়াইটাই না হল ! কুটুস দারুণ কাজ করেছে ।
উফ্ , মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা ! কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি বদমাশগুলো কি করে সব খবর পেয়ে যাচ্ছিল . . .
সেই লকেট ! . . .
লকেট ?
হ্যাঁ , সেই লকেট !
কোন লকেট ?
মার্টিনার গলায় সেই লকেট ।
একটা ছোট্ট কিন্তু খুব সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স মাইক্রোফোন-ট্রান্সমিটার ওই লকেটটার মধ্যে লুকানো আছে । এর দ্বারাই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছিল । শুধু একটা খটকা . . .
কিসের খটকা ?
এই ধরনের মাইক্রোফোনের পরিধি খুব বড় হয় না , কাজেই ওরা নিশ্চয়ই খুব কাছেই ঘাঁটি গেড়েছে । যে কারনে মি. ফোরকার্ট যখন অফিসে মিস মার্টিনার কাছাকাছি থাকতেন , তখন ওনার সব কথা ওই মাইক্রোফোনের দ্বারা রেকর্ড করা সম্ভব হত ।
এবার প্রশ্ন ওদের সেই ঘাঁটিটা কোথায় ? আশেপাশের কোনো বাড়ি বা দোকানে , নাকি ওই একই বিল্ডিং-এ ? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে । ভাবছি কালই যাব ।
কাল ? . . . কোনো প্রশ্নই ওঠে না ! ডাক্তার তোমাকে অন্তত এক সপ্তাহের বিশ্রামের আদেশ দিয়েছেন ।
ও , তাই নাকি ?
আর তার পরেরদিন সকালে . . .
কুটুস , আজকে আমরা একটা কাগজের পক্ষ থেকে মতামত সংগ্রহ করতে বেড়িয়েছি । কি বিষয়ে মতামত . . . উমম্‌ম্ . . . সৌরশক্তির দ্বারা রান্না ? হ্যাঁ , এটাই ঠিক হবে । আহা ! কি দারুণ বিষয়বস্তু !

এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে থেকেই শুরু করা যাক ।
ফোরকার্ট
আবাসন
রিরিরিরিং
মিসেস ট্রিকট
সুপ্রভাত ম্যাডাম । আমি সৌরশক্তির সাহায্যে রান্না করার বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করতে এসেছি । আপনি কি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন ?
অবশ্যই , অবশ্যই , ভিতরে আসুন ।
আর যেখানেই হোক , এখানে নয় ।
একটু পরে . . .
এবার পরের ফ্ল্যাটে । এসব ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হয় , বুঝলি কুট্টুস ।
রিরিরিং
কুকুর নেই
ফেরিওয়ালা আর সাহায্যপ্রার্থীরা বিরক্ত করবেন না
বলুন . . . কি দরকার ?
আসলে আমি এসেছি একটা মতামত সংগ্রহের ব্যাপারে , বিষয়বস্তু . . .
আমার কোনো মতামত নেই । কোনো বিষয়েই নেই । ঠিক আছে ? এবার আসুন ।
দড়াম
এই লোকটাকে আগে কোথায় দেখেছি ? . . .
ও হ্যাঁ ! এন্ডাডিন আকাশের সভায় . . . বাবাজীর একজন সহকারী . . .
লোকটা কি আমায় চিনতে পেরেছে ! যাই হোক , এটা নিশ্চিত যে এন্ডাডিনের সঙ্গে মাইক্রোফোনের একটা যোগসূত্র আছে ।
ও নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছে . . . আমার এখানে এসেছিল কি একটা ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করতে . . . আমি ঠিকই ধরেছি . . . হ্যাঁ , বিশেষ করে এই সময় ওকে একটু নজরে রাখতে হবে ।

পরেরদিন সকালে . . .
সাবধানে যেও । . . . তুমি জান না , এই ধরনের লোকেরা সবকিছু করতে পারে . . .
চিন্তা করো না ক্যাপ্টেন । আমি শুধু ওই গ্রামে যাব আর আসব ।
ওই যে যাচ্ছে । চলো ।
গর্‌র্‌র্‌র্ . . . ভৌ ভৌ . . .
!
এরা যে আমায় ধাওয়া করেছে !
আর কোনো ভুল নেই । এবার যবনিকা পতন ।
হায় রে টিনটিন ! মনে হচ্ছে তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হল !
দুম
দুম
সর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র !!!
ধড়াম্ !

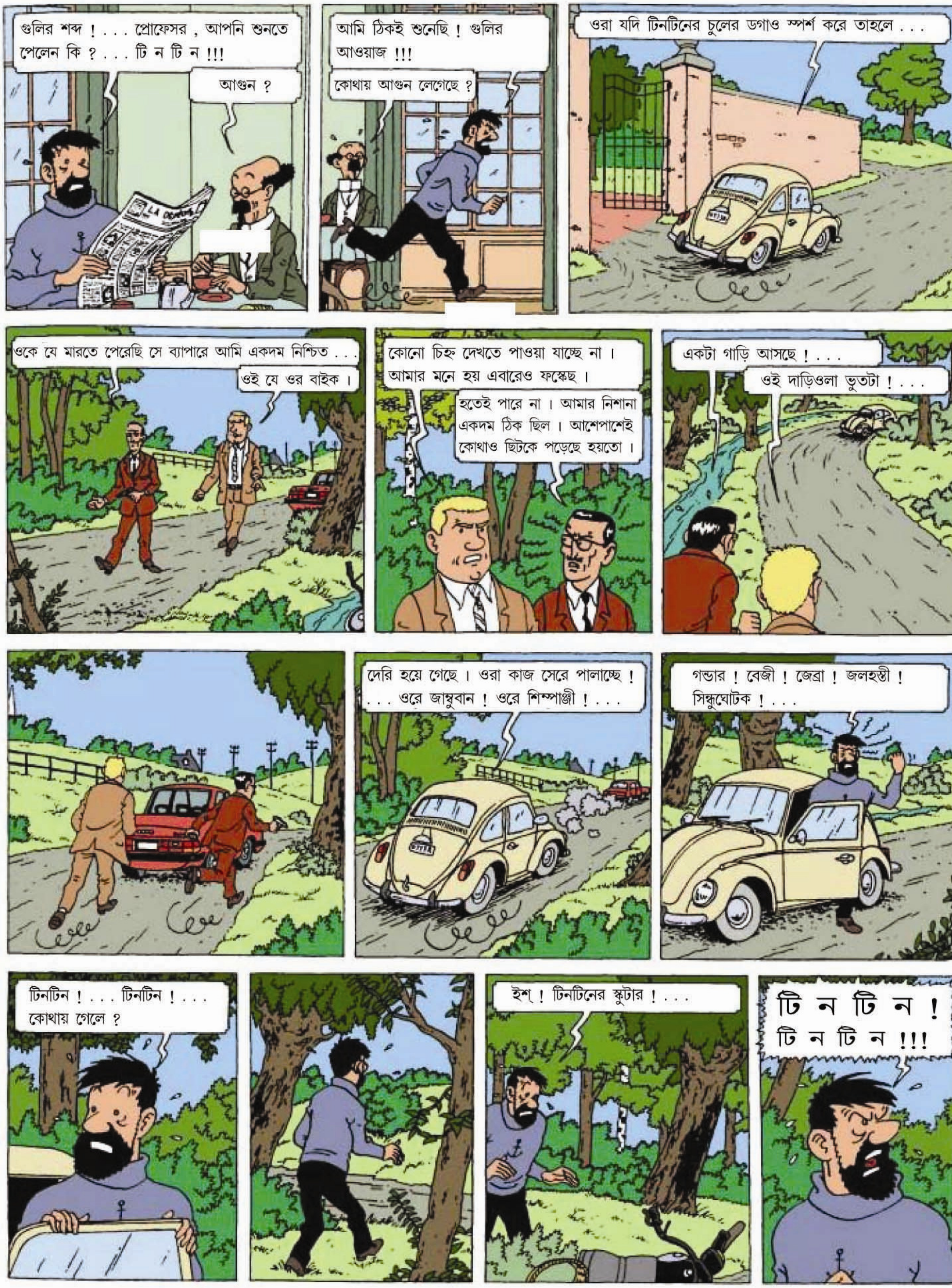

গুলির শব্দ ! . . . প্রোফেসর , আপনি শুনতে পেলেন কি ? . . . টি ন টি ন !!!
আগুন ?
আমি ঠিকই শুনেছি ! গুলির আওয়াজ !!!
কোথায় আগুন লেগেছে ?
ওরা যদি টিনটিনের চুলের ডগাও স্পর্শ করে তাহলে . . .
ওকে যে মারতে পেরেছি সে ব্যাপারে আমি একদম নিশ্চিত . . .
ওই যে ওর বাইক ।
কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । আমার মনে হয় এবারেও ফস্কেছ ।
হতেই পারে না । আমার নিশানা একদম ঠিক ছিল । আশেপাশেই কোথাও ছিটকে পড়েছে হয়তো ।
একটা গাড়ি আসছে ! . . .
ওই দাড়িওলা ভুতটা ! . . .
দেরি হয়ে গেছে । ওরা কাজ সেরে পালাচ্ছে ! . . . ওরে জাম্বুবান ! ওরে শিম্পাঞ্জী ! . . .
গন্ডার ! বেজী ! জেব্রা ! জলহস্তী ! সিন্ধুঘোটক ! . . .
টিনটিন ! . . . টিনটিন ! . . . কোথায় গেলে ?
ইশ্‌ ! টিনটিনের স্কুটার ! . . .
টি ন টি ন ! টি ন টি ন !!!

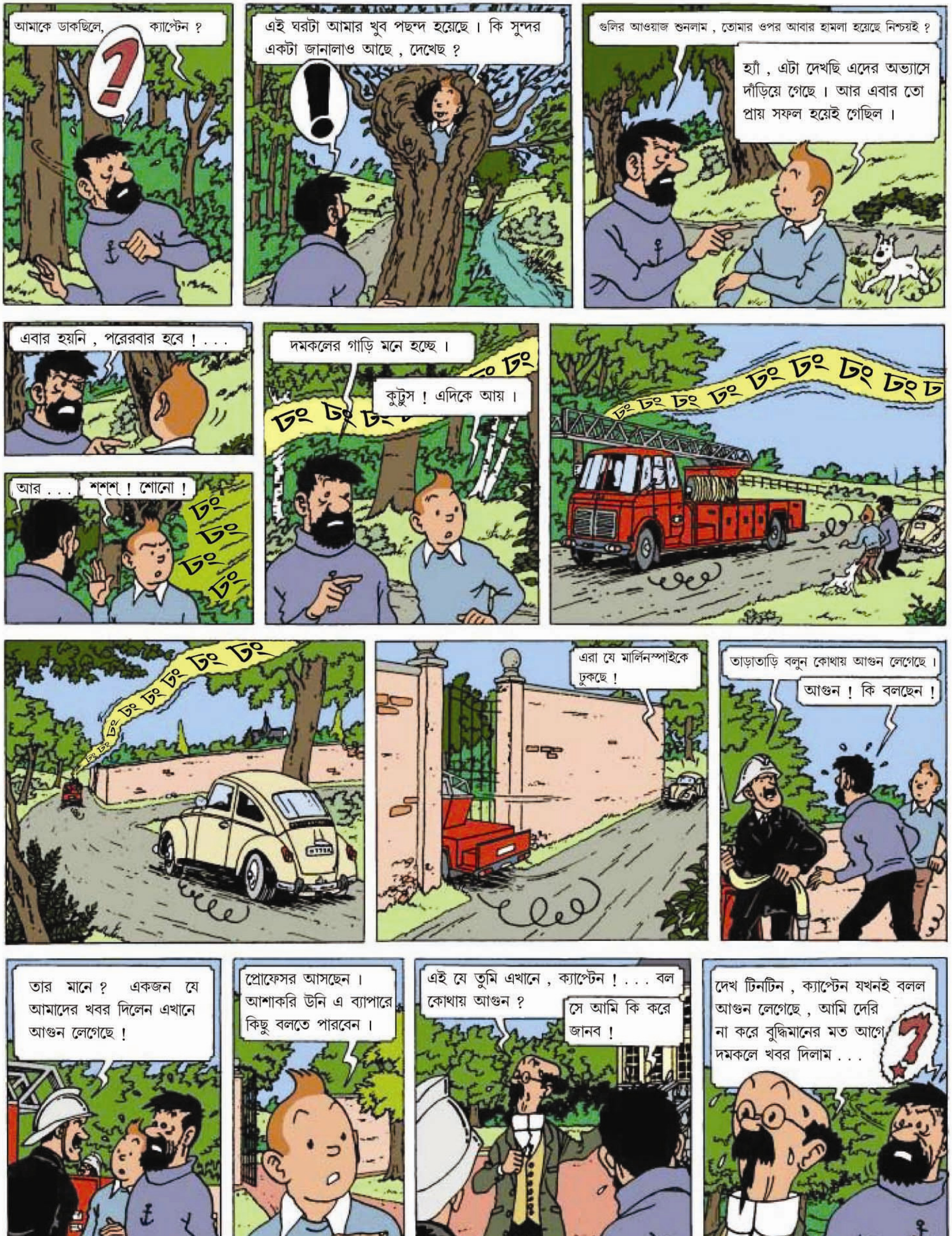
আমাকে ডাকছিলে, ক্যাপ্টেন ?
এই ঘরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে । কি সুন্দর একটা জানালাও আছে , দেখেছ ?
গুলির আওয়াজ শুনলাম , তোমার ওপর আবার হামলা হয়েছে নিশ্চয়ই ?
হ্যাঁ , এটা দেখছি এদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে । আর এবার তো প্রায় সফল হয়েই গেছিল ।
এবার হয়নি , পরেরবার হবে ! . . .
আর . . .
শ্‌শ্‌শ্‌ ! শোনো !
দমকলের গাড়ি মনে হচ্ছে ।
কুটুস ! এদিকে আয় ।
এরা যে মার্লিনস্পাইকে ঢুকছে !
তাড়াতাড়ি বলুন কোথায় আগুন লেগেছে ।
আগুন ! কি বলছেন !
তার মানে ? একজন যে আমাদের খবর দিলেন এখানে আগুন লেগেছে !
প্রোফেসর আসছেন । আশাকরি উনি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন ।
এই যে তুমি এখানে , ক্যাপ্টেন ! . . . বল কোথায় আগুন ?
সে আমি কি করে জানব !
দেখ টিনটিন , ক্যাপ্টেন যখনই বলল আগুন লেগেছে , আমি দেরি না করে বুদ্ধিমানের মত আগে দমকলে খবর দিলাম . . .

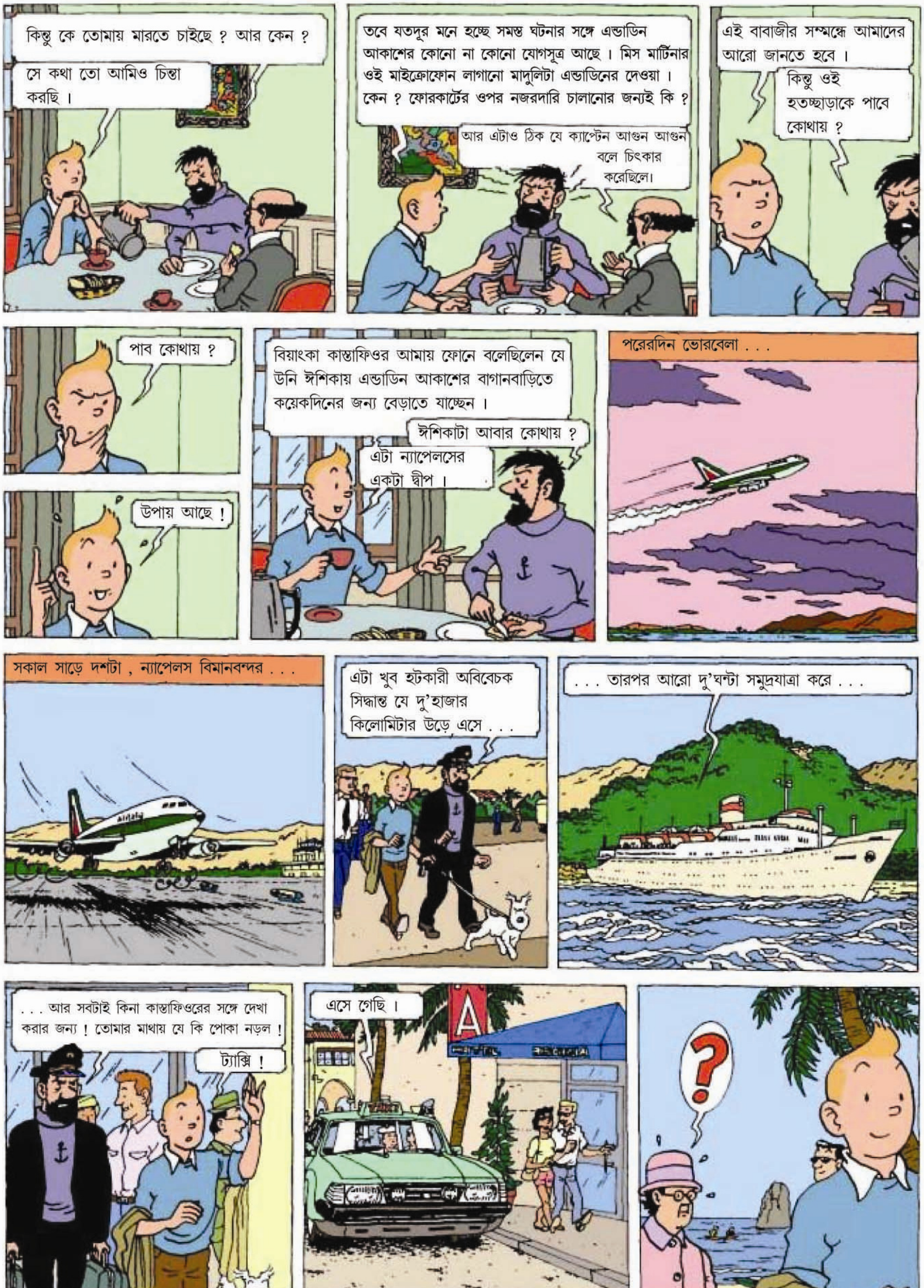
কিন্তু কে তোমায় মারতে চাইছে ? আর কেন ?
সে কথা তো আমিও চিন্তা করছি ।
তবে যতদূর মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনার সঙ্গে এন্ডাডিন আকাশের কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে । মিস মার্টিনার ওই মাইক্রোফোন লাগানো মাদুলিটা এন্ডাডিনের দেওয়া । কেন ? ফোরকার্টের ওপর নজরদারি চালানোর জন্যই কি ?
আর এটাও ঠিক যে ক্যাপ্টেন আগুন আগুন বলে চিৎকার করেছিলে।
এই বাবাজীর সম্বন্ধে আমাদের আরো জানতে হবে ।
কিন্তু ওই হতচ্ছাড়াকে পাবে কোথায় ?
পাব কোথায় ?
উপায় আছে !
বিয়াংকা কাস্তাফিওর আমায় ফোনে বলেছিলেন যে উনি ঈশিকায় এন্ডাডিন আকাশের বাগানবাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছেন ।
ঈশিকাটা আবার কোথায় ?
এটা ন্যাপেলসের একটা দ্বীপ ।
পরেরদিন ভোরবেলা . . .
সকাল সাড়ে দশটা , ন্যাপেলস বিমানবন্দর . . .
এটা খুব হটকারী অবিবেচক সিদ্ধান্ত যে দু'হাজার কিলোমিটার উড়ে এসে . . .
. . . তারপর আরো দু'ঘন্টা সমুদ্রযাত্রা করে . . .
. . . আর সবটাই কিনা কাস্তাফিওরের সঙ্গে দেখা করার জন্য ! তোমার মাথায় যে কি পোকা নড়ল !
ট্যাক্সি !
এসে গেছি ।
?

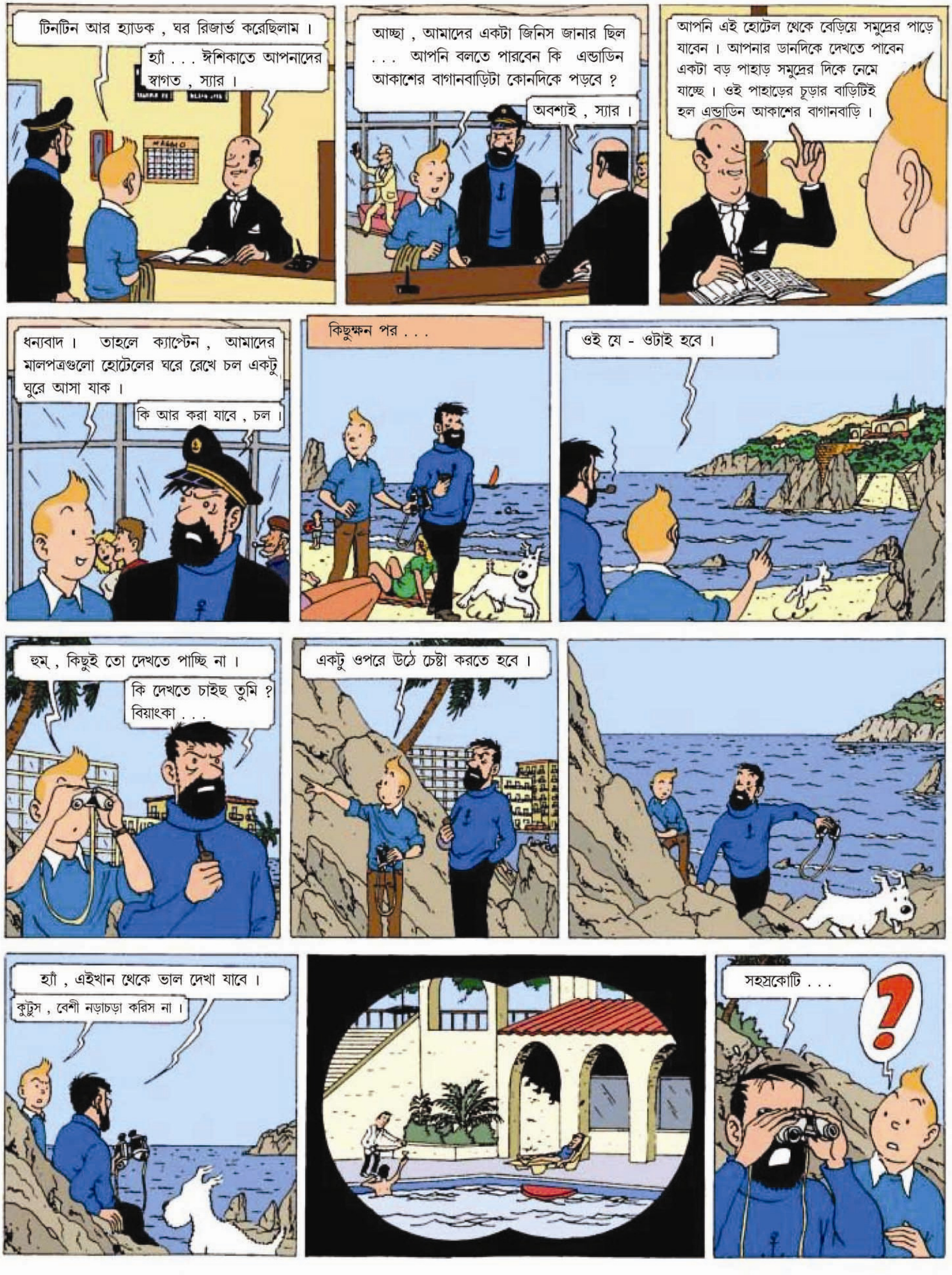
টিনটিন আর হ্যাডক , ঘর রিজার্ভ করেছিলাম ।
হ্যাঁ . . . ঈশিকাতে আপনাদের স্বাগত , স্যার ।
আচ্ছা , আমাদের একটা জিনিস জানার ছিল . . . আপনি বলতে পারবেন কি এন্ডাডিন আকাশের বাগানবাড়িটা কোনদিকে পড়বে ?
অবশ্যই , স্যার ।
আপনি এই হোটেল থেকে বেড়িয়ে সমুদ্রের পাড়ে যাবেন । আপনার ডানদিকে দেখতে পাবেন একটা বড় পাহাড় সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছে । ওই পাহাড়ের চূড়ার বাড়িটিই হল এন্ডাডিন আকাশের বাগানবাড়ি ।
ধন্যবাদ । তাহলে ক্যাপ্টেন , আমাদের মালপত্রগুলো হোটেলের ঘরে রেখে চল একটু ঘুরে আসা যাক ।
কি আর করা যাবে , চল ।
কিছুক্ষন পর . . .
ওই যে - ওটাই হবে ।
হুম্‌ , কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না ।
কি দেখতে চাইছ তুমি ? বিয়াংকা . . .
একটু ওপরে উঠে চেষ্টা করতে হবে ।
হ্যাঁ , এইখান থেকে ভাল দেখা যাবে ।
কুট্টুস , বেশী নড়াচড়া করিস না ।
সহস্রকোটি . . .
?

রামো নাশ !
রামো নাশ ?
হ্যাঁ , খুব উঁচুদরের বর্ণশিল্পী । আমি যে পারপ্লেক্সের এইচটা কিনেছিলাম সেটা ইনি তৈরী করেছিলেন ।
ও , হ্যাঁ ।
আমাদের যেমন করেই হোক ওই বাড়িতে ঢুকতে হবে । আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে সব রহস্যের সমাধান ওইখানে লুকিয়ে আছে ।
হ্যাঁ , কিন্তু কিভাবে ? আমরা নিশ্চয়ই চোরের মত পাঁচিল টপকে ঢুকব না ।
হোটেলে ফেরার পর . . .
তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি । যে যার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে উপযুক্ত ফন্দি বের করতে হবে । মাঝরাতে আমরা আবার দেখা করে দু'জনের চিন্তাভাবনা মিলিয়ে দেখব . . . তখন পরবর্তী কাজ ঠিক করা যাবে । কি , রাজি?
শুনছি ।
ঠিক আছে , শুভরাত্রি ।
আপাতত শুভরাত্রি , ক্যাপ্টেন ।
কি মনোরম দৃশ্য !
রিরিরিরিরিং
বাব্বা ! ক্যাপ্টেন এতো তাড়াতাড়ি উপায় বের করে ফেলল !
হ্যালো . . . হ্যাঁ . . . বলুন . . . বলছি . . .
খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো . . . দু'ঘন্টার মধ্যে একটা বোট ছাড়ছে , আমার উপদেশ ওই বোটে ফিরে যাও . . . ঈশিকার জলবায়ু তোমার সহ্য হবে না . . . বরং বেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে দাঁড়াতে পারে . . .
কিন্তু . . .
ক্লিক্ !
বিচ্ছু !
সেই কণ্ঠস্বর . . . আমি নিশ্চিত এটা এন্ডাডিন আকাশ ।
ক্যাপ্টেনের সাথে একটু আলোচনা করা যাক ।
ঠক্ ঠক্ ঠক্
কোনো সাড়াশব্দ নেই . . . কি ব্যাপার ! কিছু ঘটল নাকি !

দরজাও তো দেখছি খোলা । ব্যাপারটা সুবিধের লাগছে না ।
ক্যাপ্টেন !!! . . . ক্যাপ্টেন !!! . . . ঈশ্বরের দোহাই . . . কথা বল ক্যাপ্টেন ! . . .
কি হল ? শান্তিতে একটু ঘুমোতেও দেবে না ?
ঠিক আছে ! ঠিক আছে !
কিন্তু এখন ঘুমোনো যাবে না, ক্যাপ্টেন । এইমাত্র আমি একটা হুমকি টেলিফোন পেলাম । আমাদের এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলছে ।
আমরা যে এখানে এসেছি সেটা কে জানতে পারে ?
এই ছোট্ট দ্বীপে খবর খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায় ।
আর যেই হোক কাস্তাফিওর যেন কোনোভাবেই আমাদের উপস্থিতি টের না পায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ।
রিরিরিরিরিরিরিং
হ্যালো . . . হ্যাঁ . . . কে ?
ওরে বাবা রে ! . . . কাস্তাফিওর !
খুব ভালো লাগছে . . . কিন্তু আমরা যে এখানে সেটা আপনি জানলেন কি করে ?
ইরমা একটু বেড়াতে বেড়িয়েছিল । সমুদ্রের ধারে ও আপনাদের দেখতে পায় । আপনারা সত্যিই এসেছেন ক্যাপ্টেন কার্লক . . . প্রভুজী খুব খুশি হবেন . . .
আমি . . . অবশ্যই . . . কিন্তু . . . না, না, হয়তো সম্ভব হবে না, আমাদের. . . হ্যাঁ. . . আচ্ছা . . . ঠিক আছে, কথা দিলাম . . .
আগামীকাল বিকেলবেলা প্রভুজী এন্ডাডিন আকাশের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে ।
এই তো , সব সমস্যার সমাধান ।

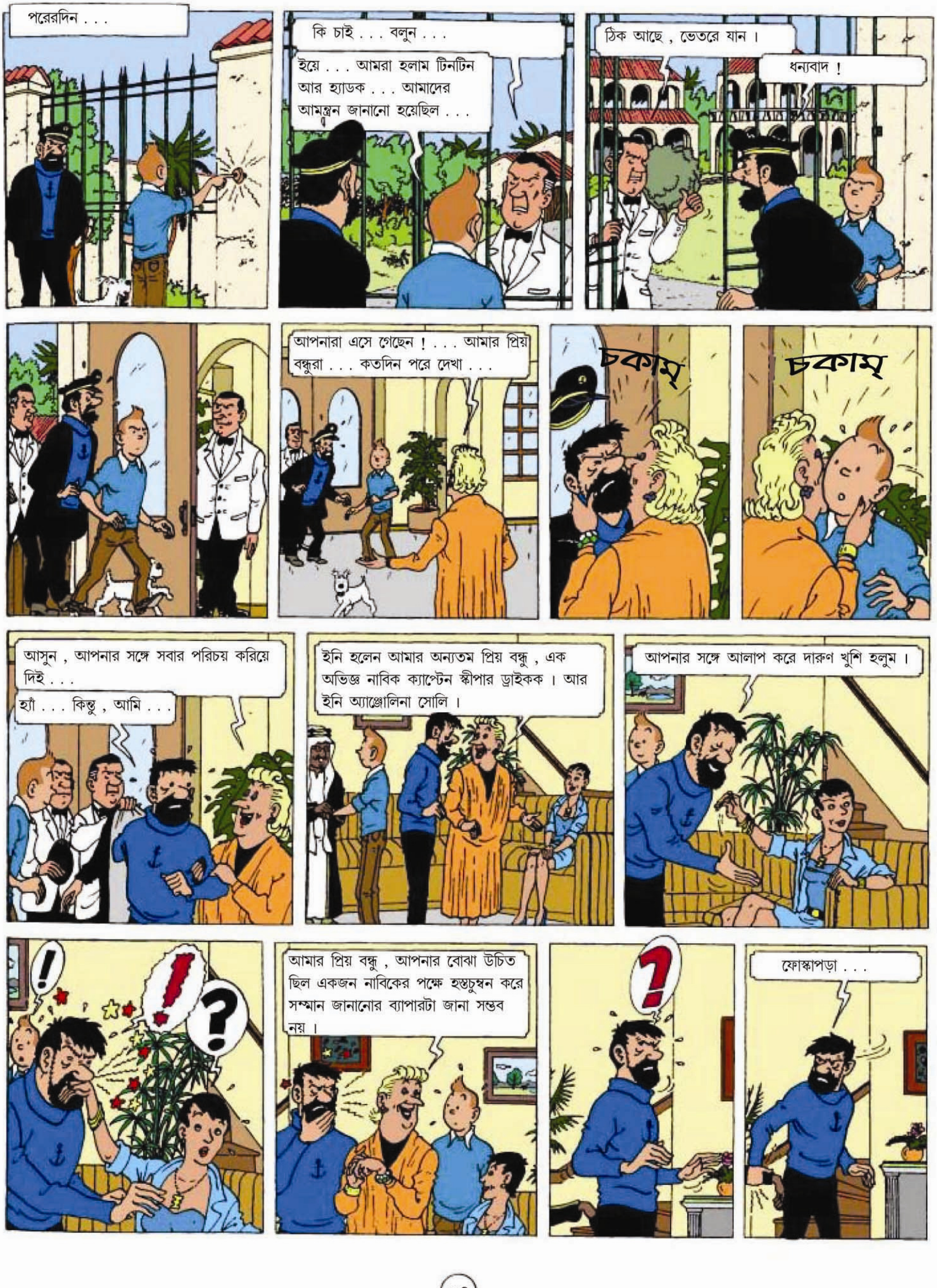
পরেরদিন . . .
কি চাই . . . বলুন . . .
ইয়ে . . . আমরা হলাম টিনটিন আর হ্যাডক . . . আমাদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল . . .
ঠিক আছে , ভেতরে যান ।
ধন্যবাদ !
আপনারা এসে গেছেন ! . . . আমার প্রিয় বন্ধুরা . . . কতদিন পরে দেখা . . .
চকাম্
চকাম্
আসুন , আপনার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই . . .
হ্যাঁ . . . কিন্তু , আমি . . .
ইনি হলেন আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু , এক অভিজ্ঞ নাবিক ক্যাপ্টেন স্কীপার ড্রাইকক । আর ইনি অ্যাঞ্জোলিনা সোলি ।
আপনার সঙ্গে আলাপ করে দারুণ খুশি হলুম ।
!
!
?
আমার প্রিয় বন্ধু , আপনার বোঝা উচিত ছিল একজন নাবিকের পক্ষে হস্তচুম্বন করে সম্মান জানানোর ব্যাপারটা জানা সম্ভব নয় ।
?
ফোস্কাপড়া . . .

(১) নীলকমল
(২) কানভাঙা মূর্তি

আসুন , আপনাদের আমার সাম্প্রতিক কাজটা দেখাই ।
দেখবে তো ?
অবশ্যই ।
এই যে ।
অসাধারণ ! . . . অকল্পনীয় !!
পরে . . .
ঠিক আছে । অনেক দেরি হয়ে গেল । এবার তাহলে আমরা আসি ।
সে কি কথা !
তোমাদের যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । আজ রাত্রিটা এখানে থেকে কাল সকালে বরং তোমরা হোটেলে বা যেখানে যেতে চাও যেতে পারো ।
কিন্তু . . .
ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই । আপনারা এখন বিশ্রাম করুন । সালভাতোর , তুমি এই ভদ্রলোকদের ঘরে নিয়ে যাও ।
ঠিক আছে । সিনিওরা ।
এসো ।
আপনার ঘর , স্যার . . .
আর এটা আপনার স্যার . . .
ধন্যবাদ ।
দড়াম্
আঃ শান্তি । এবার একটা পাইপ ধরিয়ে তারপর নাক ডেকে লম্বা ঘুম । কিন্তু আমার পাইপটা আবার কোথায় গেল ?
. . . নিচে ফেলে আসিনি তো ?
নাহ , এখানেও নেই । তাহলে বোধহয় নীচেই ফেলে এসেছি ।
এটা আবার কি ? ওহ , সেই চুইংগামটা । আহারে , ছেলেটা ভালোবেসে দিয়েছে !
সেই কোন ছোট্টবেলায় খেয়েছিলাম ।
ওয়্যাঅ্যাঅ্যাক্
খক্ . . .খক্ . . . কাগজের মন্ড দিয়ে তৈরী ! হাড়বজ্জাত আবদুল্লা !
গভীর রাত্রি . . .

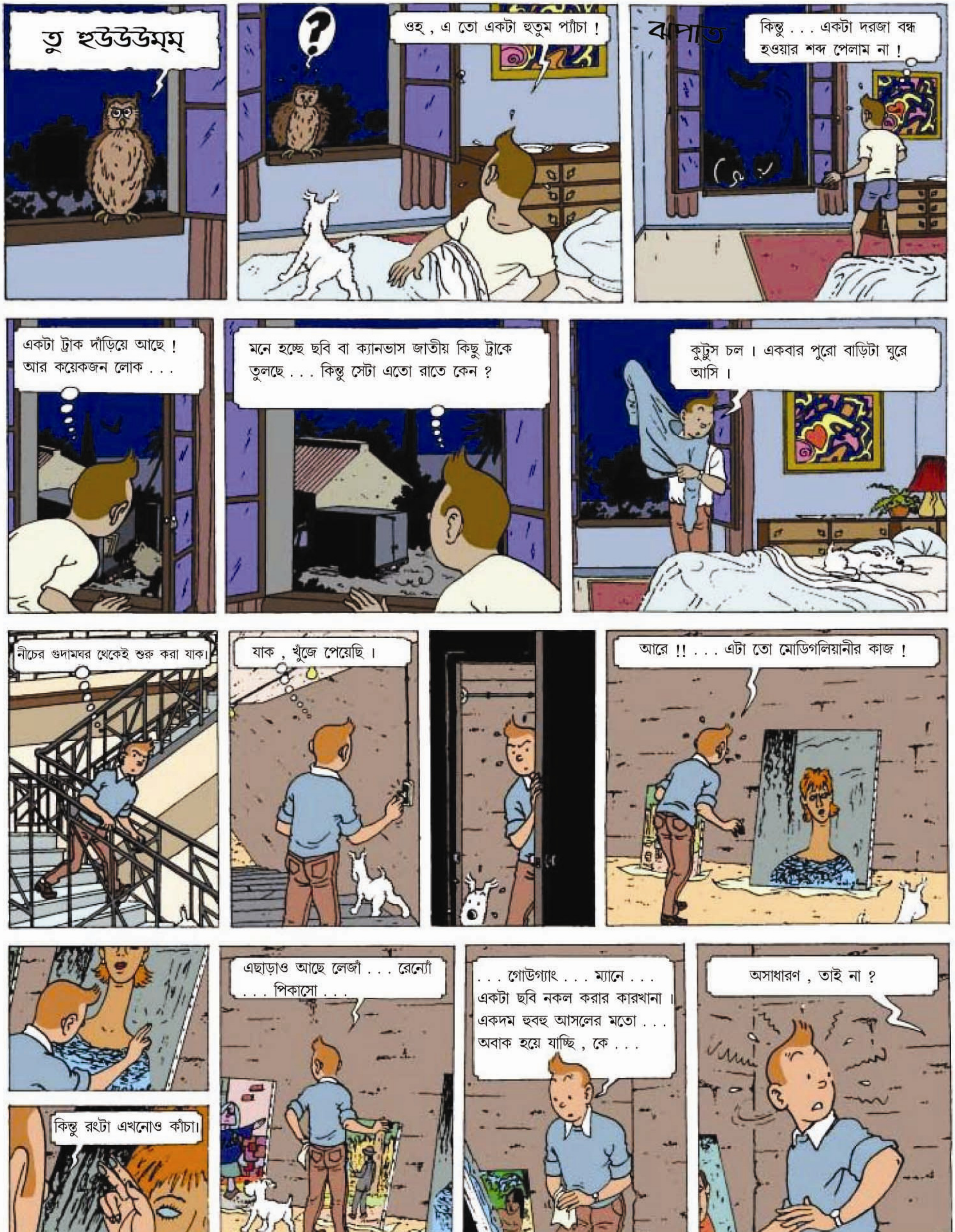
তু হুউউউম্‌ম্‌
ওহ্‌ , এ তো একটা হুতুম প্যাঁচা !
ঝপাত
কিন্তু . . . একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম না !
একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ! আর কয়েকজন লোক . . .
মনে হচ্ছে ছবি বা ক্যানভাস জাতীয় কিছু ট্রাকে তুলছে . . . কিন্তু সেটা এতো রাতে কেন ?
কুটুস চল । একবার পুরো বাড়িটা ঘুরে আসি ।
নীচের গুদামঘর থেকেই শুরু করা যাক।
যাক , খুঁজে পেয়েছি ।
আরে !! . . . এটা তো মোডিগলিয়ানীর কাজ !
কিন্তু রংটা এখনোও কাঁচা।
এছাড়াও আছে লেজাঁ . . . রেন্যোঁ . . . পিকাসো . . .
. . . গোউগ্যাং . . . ম্যানে . . . একটা ছবি নকল করার কারখানা । একদম হুবহু আসলের মতো . . . অবাক হয়ে যাচ্ছি , কে . . .
অসাধারণ , তাই না ?

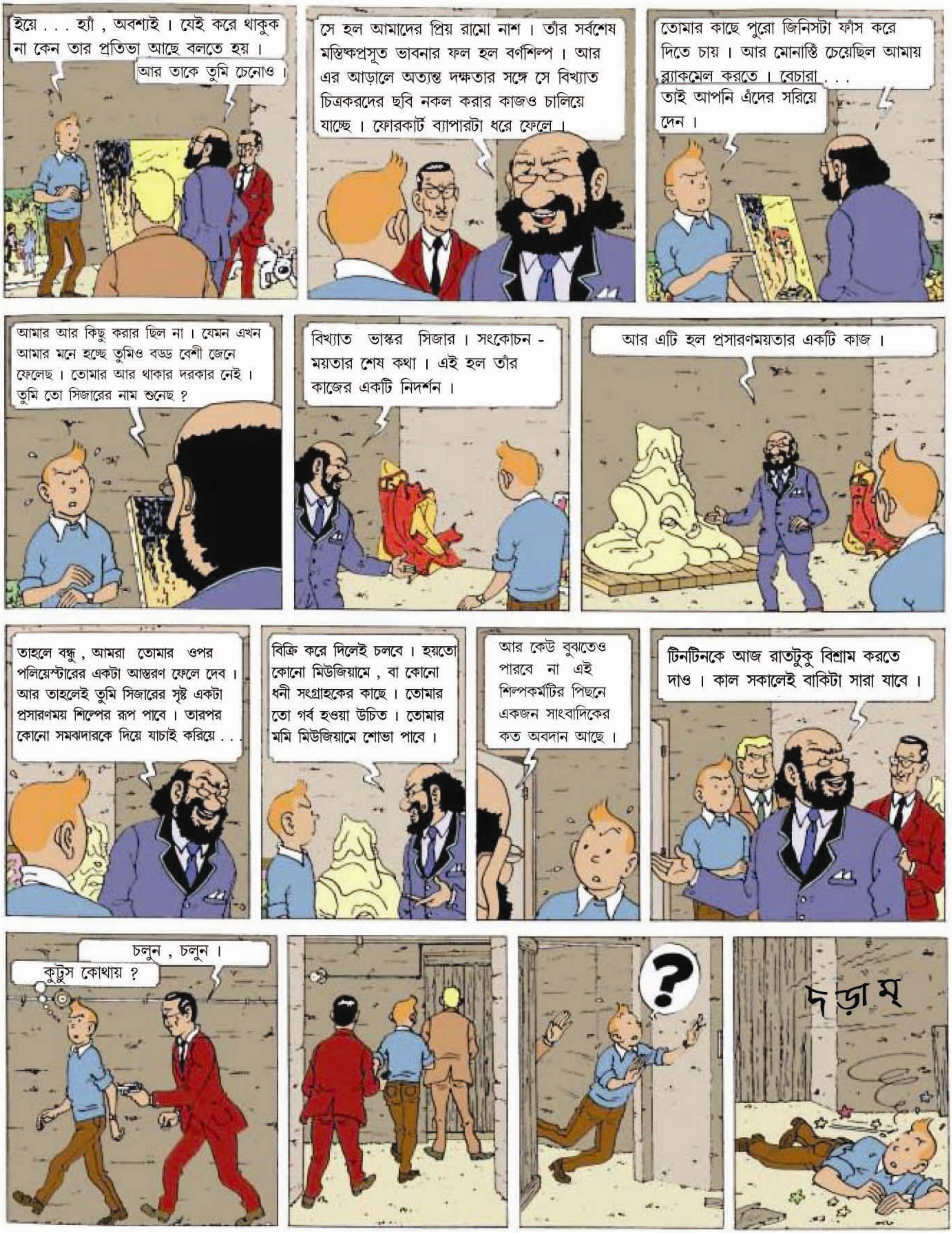

ইয়ে . . . হ্যাঁ , অবশ্যই । যেই করে থাকুক না কেন তার প্রতিভা আছে বলতে হয় ।
আর তাকে তুমি চেনোও ।
সে হল আমাদের প্রিয় রামো নাশ । তাঁর সর্বশেষ মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনার ফল হল বর্ণশিল্প । আর এর আড়ালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবি নকল করার কাজও চালিয়ে যাচ্ছে । ফোরকার্ট ব্যাপারটা ধরে ফেলে ।
তোমার কাছে পুরো জিনিসটা ফাঁস করে দিতে চায় । আর মোনাস্তি চেয়েছিল আমায় ব্ল্যাকমেল করতে । বেচারা . . .
তাই আপনি এঁদের সরিয়ে দেন ।
আমার আর কিছু করার ছিল না । যেমন এখন আমার মনে হচ্ছে তুমিও বড্ড বেশী জেনে ফেলেছ । তোমার আর থাকার দরকার নেই । তুমি তো সিজারের নাম শুনেছ ?
বিখ্যাত ভাস্কর সিজার । সংকোচন - ময়তার শেষ কথা । এই হল তাঁর কাজের একটি নিদর্শন ।
আর এটি হল প্রসারণময়তার একটি কাজ ।
তাহলে বন্ধু , আমরা তোমার ওপর পলিয়েস্টারের একটা আস্তরণ ফেলে দেব । আর তাহলেই তুমি সিজারের সৃষ্ট একটা প্রসারণময় শিল্পের রূপ পাবে । তারপর কোনো সমঝদারকে দিয়ে যাচাই করিয়ে . . .
বিক্রি করে দিলেই চলবে । হয়তো কোনো মিউজিয়ামে , বা কোনো ধনী সংগ্রাহকের কাছে । তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত । তোমার মমি মিউজিয়ামে শোভা পাবে ।
আর কেউ বুঝতেও পারবে না এই শিল্পকর্মটির পিছনে একজন সাংবাদিকের কত অবদান আছে ।
টিনটিনকে আজ রাতটুকু বিশ্রাম করতে দাও । কাল সকালেই বাকিটা সারা যাবে ।
চলুন , চলুন ।
কুট্টুস কোথায় ?
?
দড়াম্

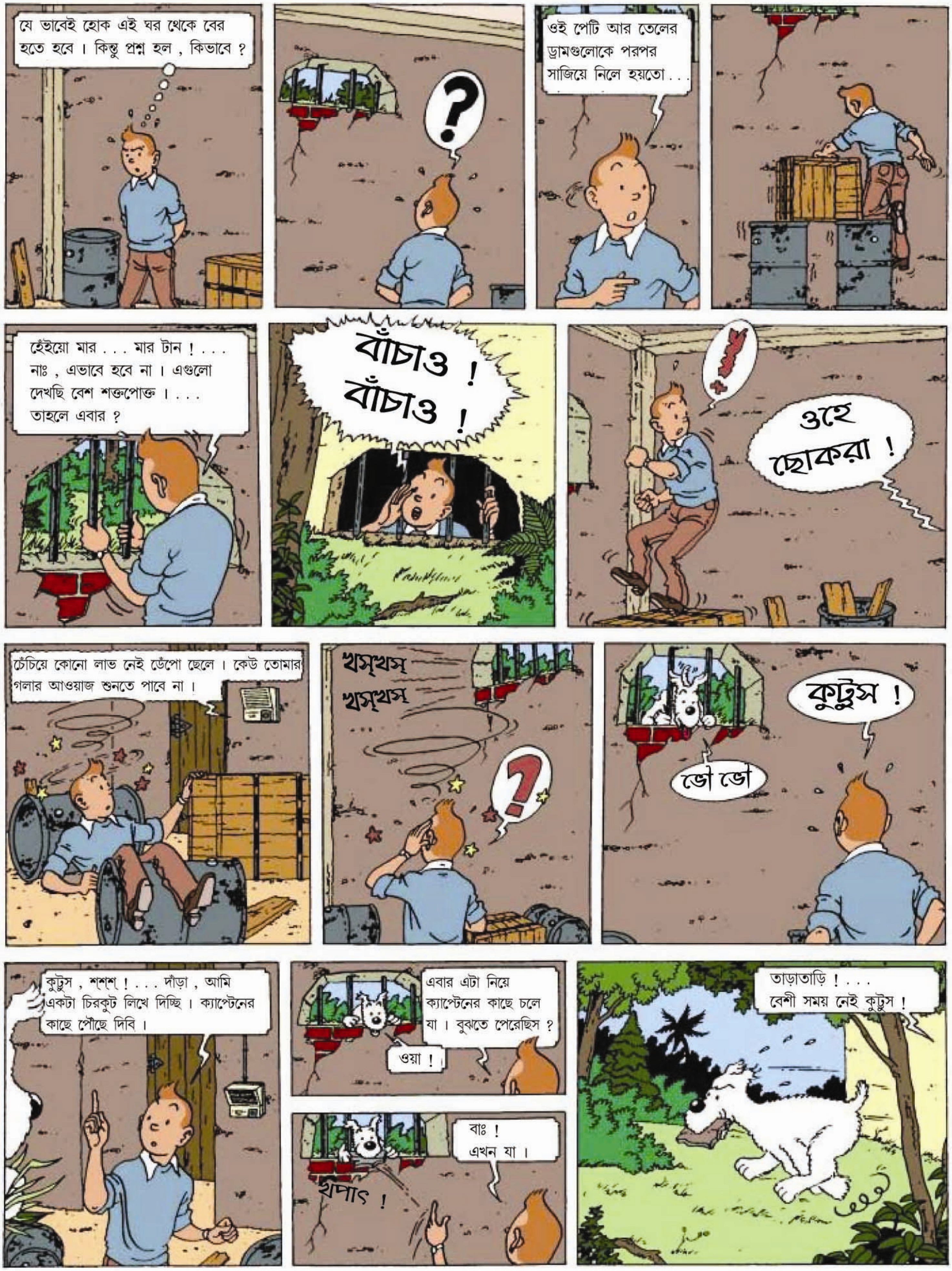

যে ভাবেই হোক এই ঘর থেকে বের হতে হবে । কিন্তু প্রশ্ন হল , কিভাবে ?
?
ওই পেটি আর তেলের ড্রামগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিলে হয়তো . . .
হেঁইয়ো মার . . . মার টান ! . . . নাঃ , এভাবে হবে না । এগুলো দেখছি বেশ শক্তপোক্ত । . . . তাহলে এবার ?
বাঁচাও ! বাঁচাও !
!
ওহে ছোকরা !
চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই ডেঁপো ছেলে । কেউ তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পাবে না ।
খস্‌খস্ খস্‌খস্
?
কুট্টুস !
ভো ভো
কুট্টুস , শ্‌শ্‌শ্ ! . . . দাঁড়া , আমি একটা চিরকুট লিখে দিচ্ছি । ক্যাপ্টেনের কাছে পৌঁছে দিবি ।
এবার এটা নিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে চলে যা । বুঝতে পেরেছিস ?
ওয়া !
বাঃ ! এখন যা ।
থ্‌পাৎ !
তাড়াতাড়ি ! . . . বেশী সময় নেই কুট্টুস !

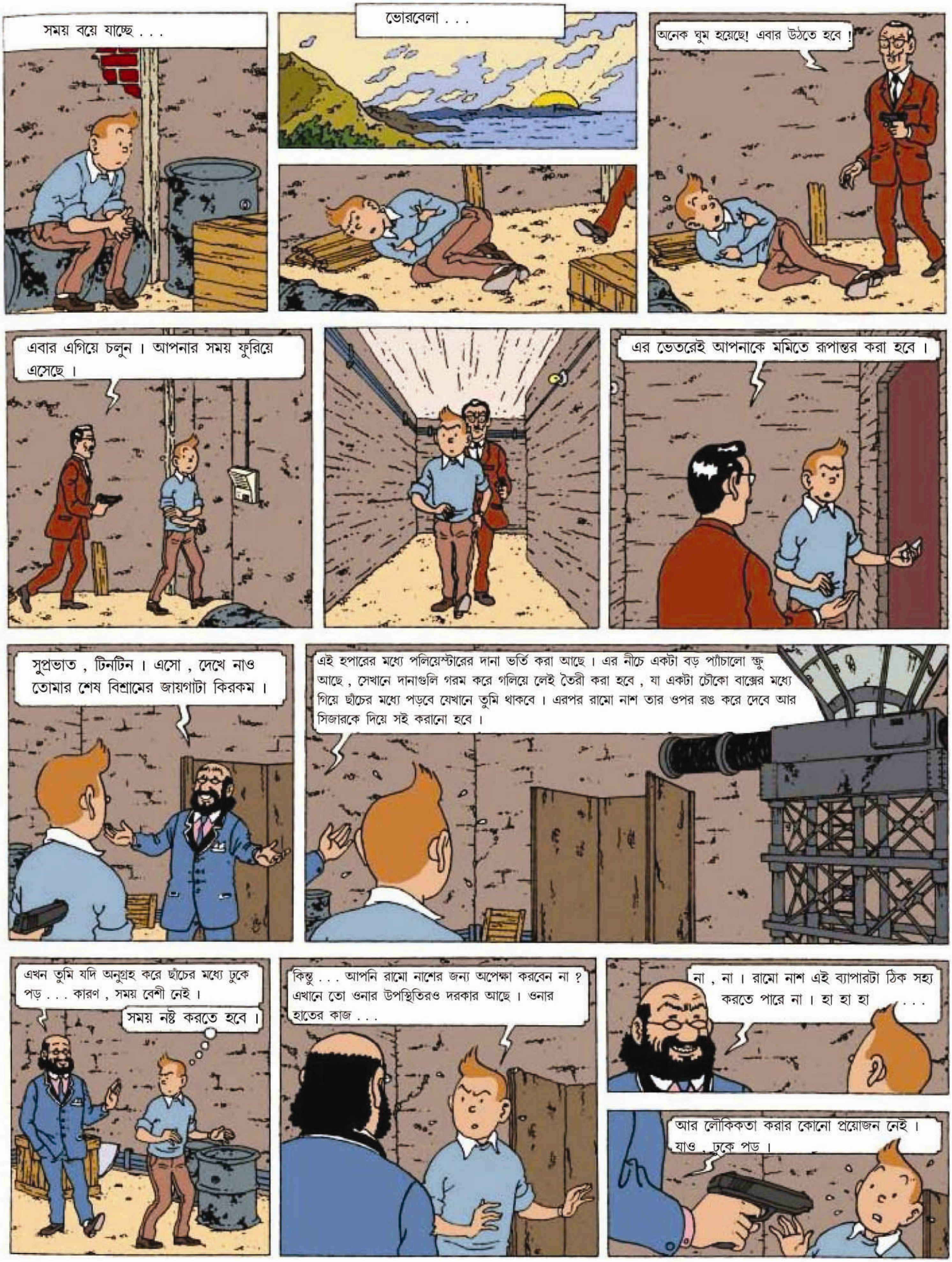
সময় বয়ে যাচ্ছে . . .
ভোরবেলা . . .
অনেক ঘুম হয়েছে! এবার উঠতে হবে !
এবার এগিয়ে চলুন । আপনার সময় ফুরিয়ে এসেছে ।
এর ভেতরেই আপনাকে মমিতে রূপান্তর করা হবে ।
সুপ্রভাত , টিনটিন । এসো , দেখে নাও তোমার শেষ বিশ্রামের জায়গাটা কিরকম ।
এই হপারের মধ্যে পলিয়েস্টারের দানা ভর্তি করা আছে । এর নীচে একটা বড় প্যাঁচালো স্ক্রু আছে , সেখানে দানাগুলি গরম করে গলিয়ে লেই তৈরী করা হবে , যা একটা চৌকো বাক্সের মধ্যে গিয়ে ছাঁচের মধ্যে পড়বে যেখানে তুমি থাকবে । এরপর রামো নাশ তার ওপর রঙ করে দেবে আর সিজারকে দিয়ে সই করানো হবে ।
এখন তুমি যদি অনুগ্রহ করে ছাঁচের মধ্যে ঢুকে পড় . . . কারণ , সময় বেশী নেই ।
সময় নষ্ট করতে হবে ।
কিন্তু . . . আপনি রামো নাশের জন্য অপেক্ষা করবেন না ? এখানে তো ওনার উপস্থিতিরও দরকার আছে । ওনার হাতের কাজ . . .
না , না । রামো নাশ এই ব্যাপারটা ঠিক সহ্য করতে পারে না । হা হা হা . . .
আর লৌকিকতা করার কোনো প্রয়োজন নেই । যাও , ঢুকে পড় ।

চিন্তা কোরো না । তুমি জীবন্ত পুড়ে মরবে না ।
প্লাস্টিকের তাপমাত্রা খুব বেশী নয় । ঠিক একেবারে গরম জলে স্নান করার অনুভূতি।
ঠক্ ঠক্ ঠক্
ঠিক আছে । তাহলে চালু করছি ।
?
আ আ গ্লু হ্
শেষপর্যন্ত টিনটিন ! . . . আমার কাছে হেরে গেলে ।
আআআহ্ !
আঁআঁআঁউফ্ !
এদিকে আয় !
হ্যান্ডস আপ্ ! খেল খতম বন্ধুরা । এবার বলে ফেল টিনটিন কোথায় ?
ক্যাপ্টেন , তুমি এসেছ ?
তোমার চিঠি পেয়েই আর দেরি করিনি ।
আমায় বাঁচাও , তাড়াতাড়ি !
মেশিনটা আগে বন্ধ কর ! জলদি !
বন্ধ করব ? . . . কিভাবে ? . . .

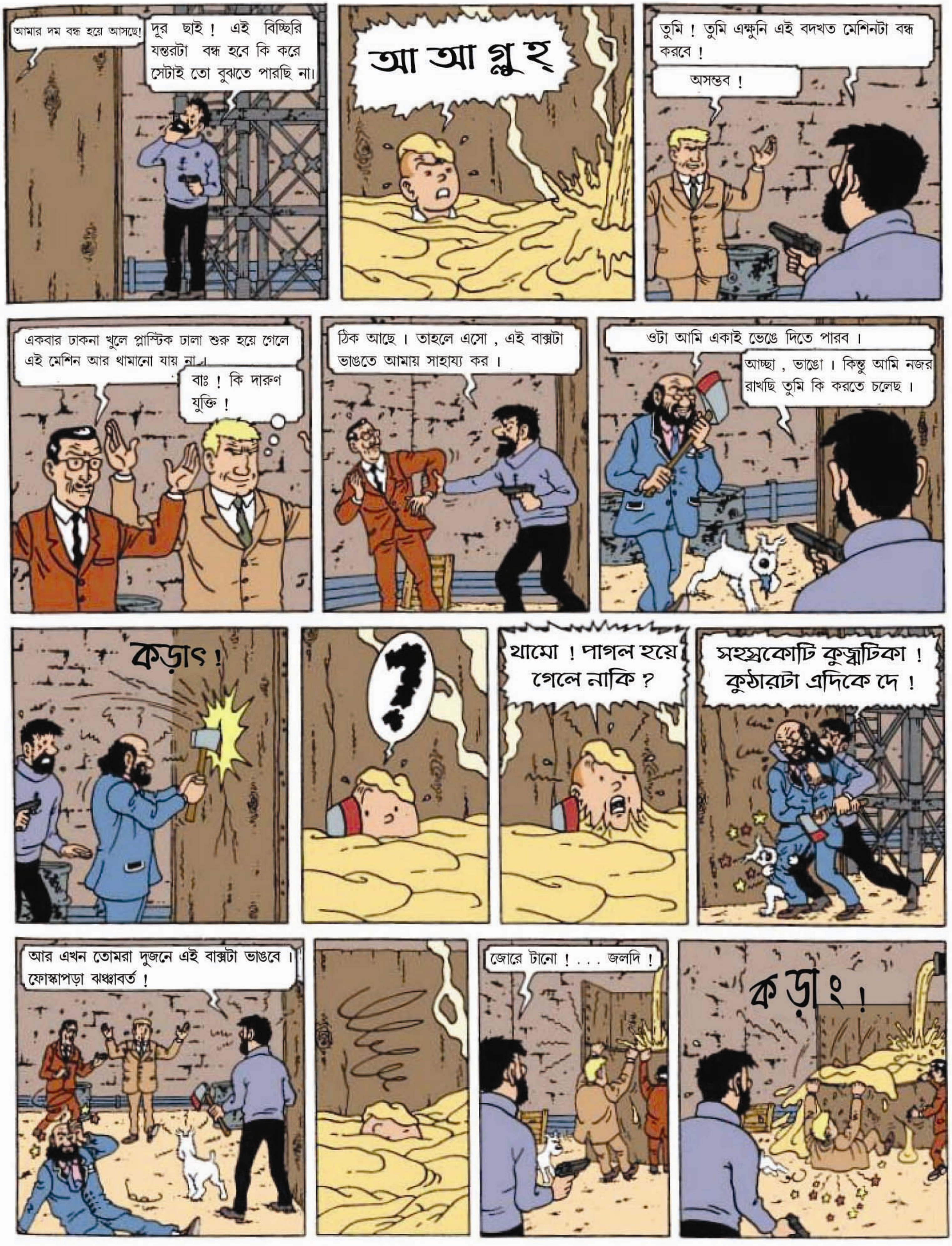
আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!
দূর ছাই ! এই বিচ্ছিরি যন্তরটা বন্ধ হবে কি করে সেটাই তো বুঝতে পারছি না।
আ আ গ্লু হ্
তুমি ! তুমি এক্ষুনি এই বদখত মেশিনটা বন্ধ করবে !
অসম্ভব !
একবার ঢাকনা খুলে প্লাস্টিক ঢালা শুরু হয়ে গেলে এই মেশিন আর থামানো যায় না।
বাঃ ! কি দারুণ যুক্তি !
ঠিক আছে । তাহলে এসো , এই বাক্সটা ভাঙতে আমায় সাহায্য কর ।
ওটা আমি একাই ভেঙে দিতে পারব ।
আচ্ছা , ভাঙো । কিন্তু আমি নজর রাখছি তুমি কি করতে চলেছ ।
কড়াৎ !
?
থামো ! পাগল হয়ে গেলে নাকি ?
সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা ! কুঠারটা এদিকে দে !
আর এখন তোমরা দুজনে এই বাক্সটা ভাঙবে । ফোস্কাপড়া ঝঞ্ঝাবর্ত !
জোরে টানো ! . . . জলদি !
কড়াং !

টিনটিন !
ওয়াও !
টিনটিন ! . . . হায় ভগবান ! . . . ঈশ্বরের দোহাই , কথা বল টিনটিন !
ভোউউউউ . . .
ক্যাপ্টেন . . .
হুররররে ! . . . বেঁচে আছে ! . . .
ওরা পালাচ্ছে . . .
ভৌ ভৌ
শুঁয়োপোকা ! টেরোড্যাকটিল ! বুনো বাদুড়ের ঝাঁক ! মরা টিকটিকি !
ক্যাপ্টেন . . .
আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে . . .
তুমি ঠিক আছো তো ? দৌড়তে পারবে ?
আঃ ! . . . ওরা দরজাটা কোনো কাঠের তক্তা বা অন্য কিছু দিয়ে আটকে দিয়েছে ।
ও আমরা ভেঙে ফেলতে পারব , বস ।
দুম্
দুম্
দুম্
মড়্ড়্ !
পালিয়েছে !
ওই যে ! ওরা পালাচ্ছে !
চিন্তা করবেন না , বস । আমি ওদের থামিয়ে দিচ্ছি ।
দুম্
পাগল হলে নাকি ! বাড়ি ভর্তি ওদের বন্ধুবান্ধব !!!
এখানে কি হচ্ছে ?!

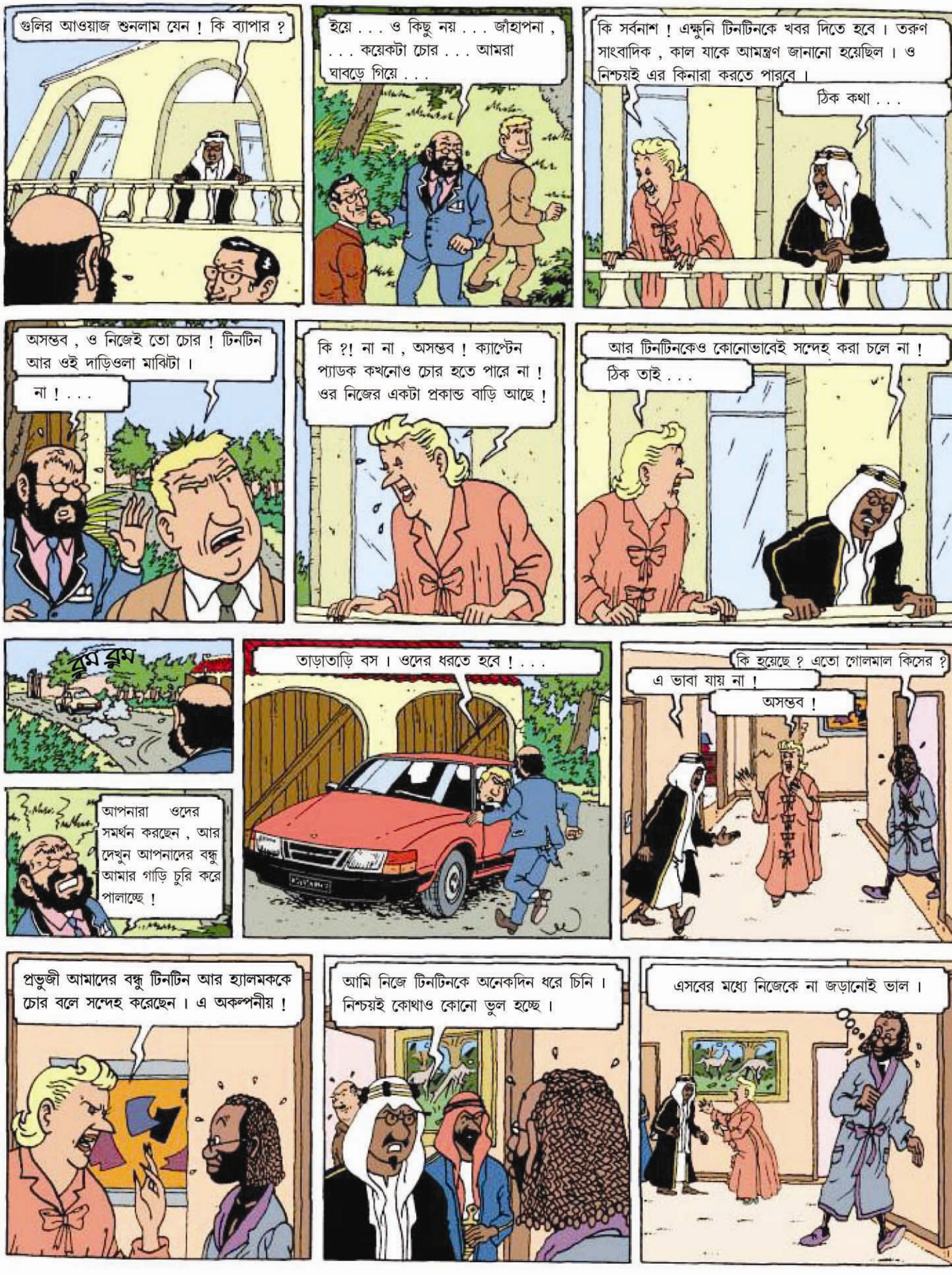
গুলির আওয়াজ শুনলাম যেন ! কি ব্যাপার ?
ইয়ে . . . ও কিছু নয় . . . জাঁহাপনা , . . . কয়েকটা চোর . . . আমরা ঘাবড়ে গিয়ে . . .
কি সর্বনাশ ! এক্ষুনি টিনটিনকে খবর দিতে হবে । তরুণ সাংবাদিক , কাল যাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । ও নিশ্চয়ই এর কিনারা করতে পারবে ।
ঠিক কথা . . .
অসম্ভব , ও নিজেই তো চোর ! টিনটিন আর ওই দাড়িওলা মাঝিটা ।
না ! . . .
কি ?! না না , অসম্ভব ! ক্যাপ্টেন প্যাডক কখনোও চোর হতে পারে না ! ওর নিজের একটা প্রকান্ড বাড়ি আছে !
আর টিনটিনকেও কোনোভাবেই সন্দেহ করা চলে না !
ঠিক তাই . . .
ব্রুম ব্রুম
আপনারা ওদের সমর্থন করছেন , আর দেখুন আপনাদের বন্ধু আমার গাড়ি চুরি করে পালাচ্ছে !
তাড়াতাড়ি বস । ওদের ধরতে হবে ! . . .
কি হয়েছে ? এতো গোলমাল কিসের ?
এ ভাবা যায় না !
অসম্ভব !
প্রভুজী আমাদের বন্ধু টিনটিন আর হ্যালমককে চোর বলে সন্দেহ করেছেন । এ অকল্পনীয় !
আমি নিজে টিনটিনকে অনেকদিন ধরে চিনি । নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে ।
এসবের মধ্যে নিজেকে না জড়ানোই ভাল ।

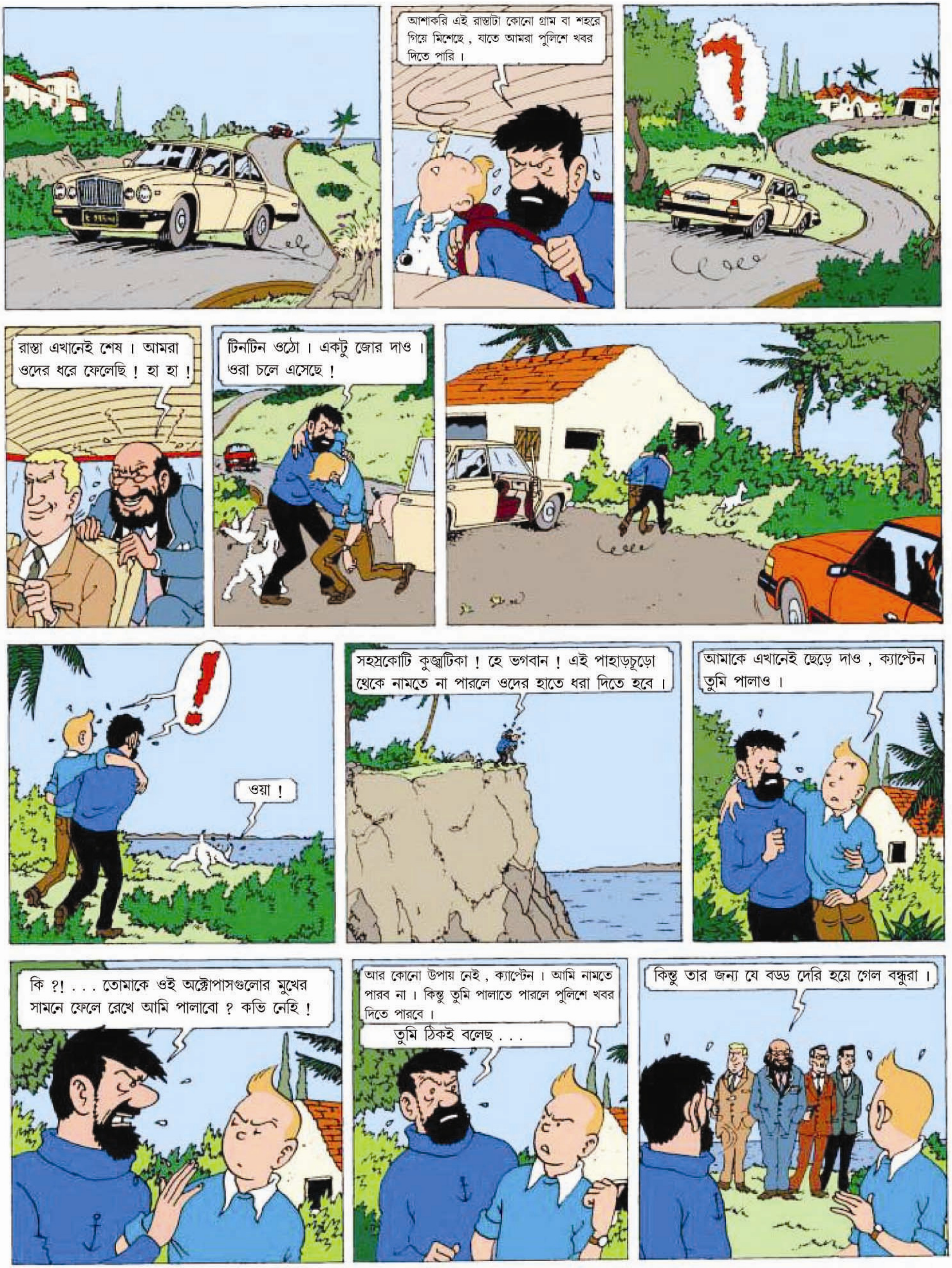
আশাকরি এই রাস্তাটা কোনো গ্রাম বা শহরে গিয়ে মিশেছে , যাতে আমরা পুলিশে খবর দিতে পারি ।
?
রাস্তা এখানেই শেষ । আমরা ওদের ধরে ফেলেছি ! হা হা !
টিনটিন ওঠো । একটু জোর দাও । ওরা চলে এসেছে !
!
ওয়া !
সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা ! হে ভগবান ! এই পাহাড়চূড়ো থেকে নামতে না পারলে ওদের হাতে ধরা দিতে হবে ।
আমাকে এখানেই ছেড়ে দাও , ক্যাপ্টেন । তুমি পালাও ।
কি ?! . . . তোমাকে ওই অক্টোপাসগুলোর মুখের সামনে ফেলে রেখে আমি পালাবো ? কভি নেহি !
আর কোনো উপায় নেই , ক্যাপ্টেন । আমি নামতে পারব না । কিন্তু তুমি পালাতে পারলে পুলিশে খবর দিতে পারবে ।
তুমি ঠিকই বলেছ . . .
কিন্তু তার জন্য যে বড্ড দেরি হয়ে গেল বন্ধুরা ।

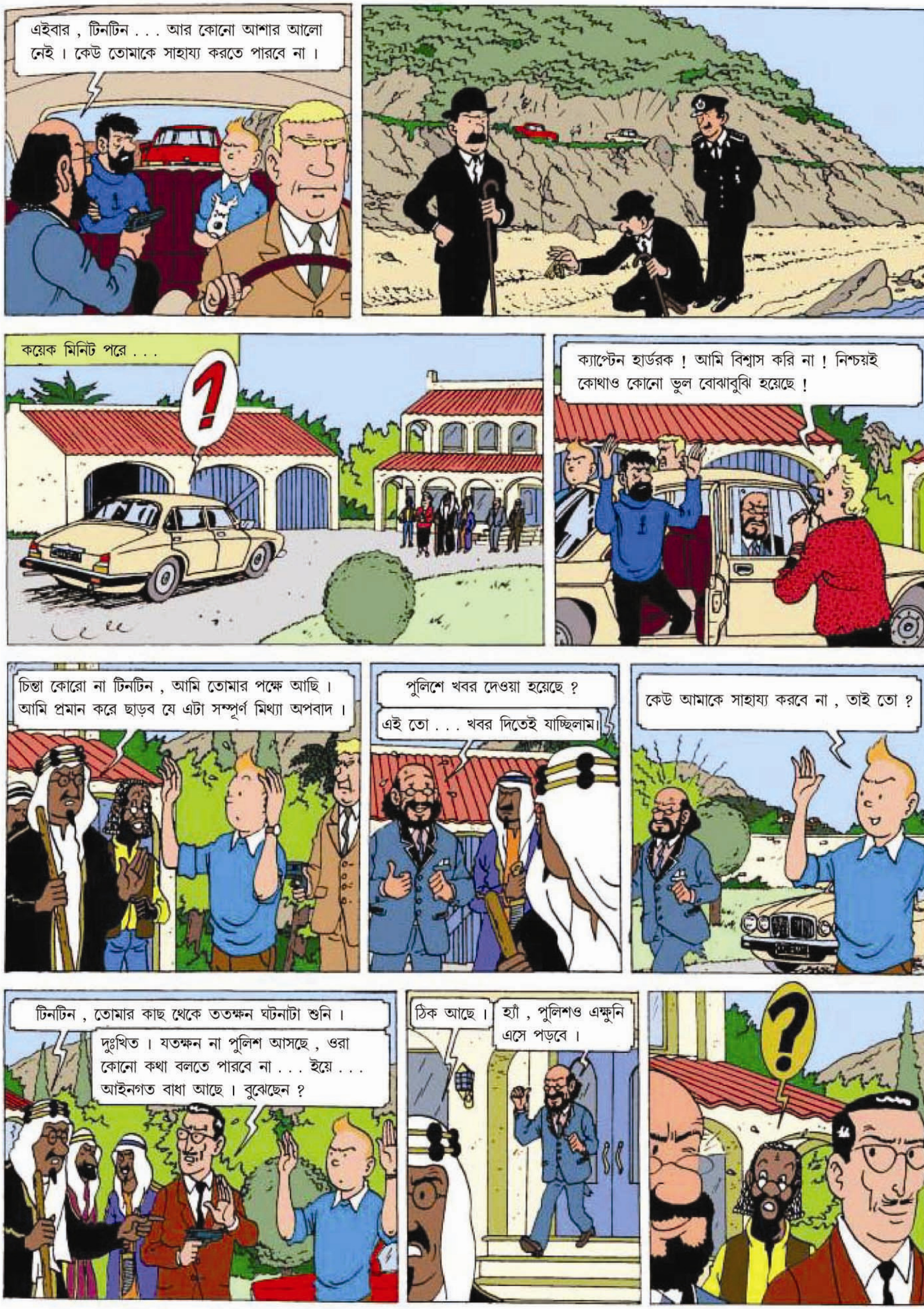
এইবার , টিনটিন . . . আর কোনো আশার আলো নেই । কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না ।
কয়েক মিনিট পরে . . .
?
ক্যাপ্টেন হার্ডরক ! আমি বিশ্বাস করি না ! নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে !
চিন্তা কোরো না টিনটিন , আমি তোমার পক্ষে আছি । আমি প্রমান করে ছাড়ব যে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ।
পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে ?
এই তো . . . খবর দিতেই যাচ্ছিলাম।
কেউ আমাকে সাহায্য করবে না , তাই তো ?
টিনটিন , তোমার কাছ থেকে ততক্ষন ঘটনাটা শুনি ।
দুঃখিত । যতক্ষন না পুলিশ আসছে , ওরা কোনো কথা বলতে পারবে না . . . ইয়ে . . . আইনগত বাধা আছে । বুঝেছেন ?
ঠিক আছে ।
হ্যাঁ , পুলিশও এক্ষুনি এসে পড়বে ।
?

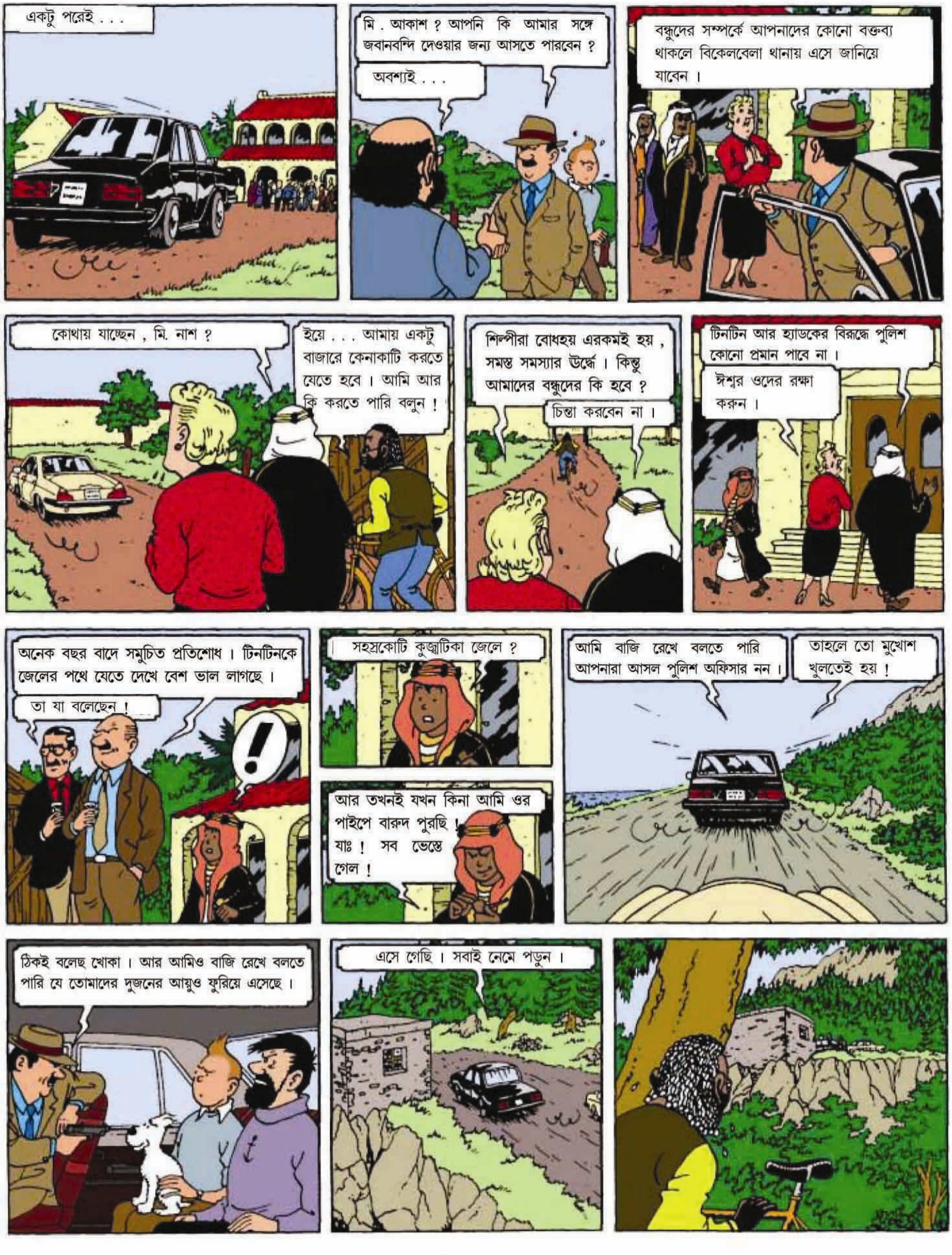

একটু পরেই . . .
মি . আকাশ ? আপনি কি আমার সঙ্গে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য আসতে পারবেন ?
অবশ্যই . . .
বন্ধুদের সম্পর্কে আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে বিকেলবেলা থানায় এসে জানিয়ে যাবেন ।
কোথায় যাচ্ছেন , মি. নাশ ?
ইয়ে . . . আমায় একটু বাজারে কেনাকাটি করতে যেতে হবে । আমি আর কি করতে পারি বলুন !
শিল্পীরা বোধহয় এরকমই হয় , সমস্ত সমস্যার উর্দ্ধে । কিন্তু আমাদের বন্ধুদের কি হবে ?
চিন্তা করবেন না ।
টিনটিন আর হ্যাডকের বিরূদ্ধে পুলিশ কোনো প্রমান পাবে না ।
ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন ।
অনেক বছর বাদে সমুচিত প্রতিশোধ । টিনটিনকে জেলের পথে যেতে দেখে বেশ ভাল লাগছে ।
তা যা বলেছেন !
!
সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা জেলে ?
আর তখনই যখন কিনা আমি ওর পাইপে বারুদ পুরছি ! যাঃ ! সব ভেস্তে গেল !
আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনারা আসল পুলিশ অফিসার নন ।
তাহলে তো মুখোশ খুলতেই হয় !
ঠিকই বলেছ খোকা । আর আমিও বাজি রেখে বলতে পারি যে তোমাদের দুজনের আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে ।
এসে গেছি । সবাই নেমে পড়ুন ।

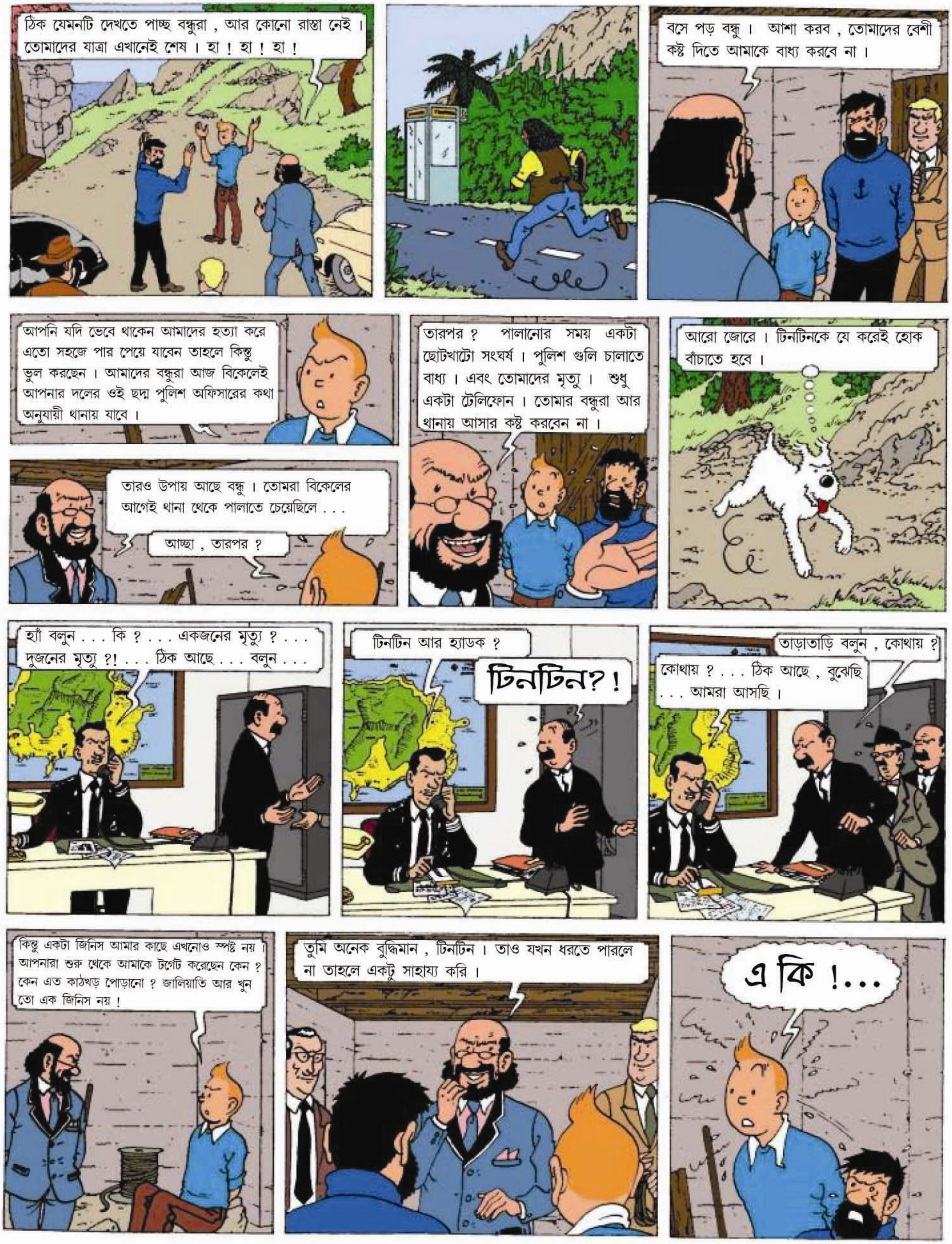
ঠিক যেমনটি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা , আর কোনো রাস্তা নেই । তোমাদের যাত্রা এখানেই শেষ । হা ! হা ! হা !
বসে পড় বন্ধু । আশা করব , তোমাদের বেশী কষ্ট দিতে আমাকে বাধ্য করবে না ।
আপনি যদি ভেবে থাকেন আমাদের হত্যা করে এতো সহজে পার পেয়ে যাবেন তাহলে কিন্তু ভুল করছেন । আমাদের বন্ধুরা আজ বিকেলেই আপনার দলের ওই ছদ্ম পুলিশ অফিসারের কথা অনুযায়ী থানায় যাবে ।
তারও উপায় আছে বন্ধু । তোমরা বিকেলের আগেই থানা থেকে পালাতে চেয়েছিলে . . .
আচ্ছা , তারপর ?
তারপর ? পালানোর সময় একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ । পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য । এবং তোমাদের মৃত্যু । শুধু একটা টেলিফোন । তোমার বন্ধুরা আর থানায় আসার কষ্ট করবেন না ।
আরো জোরে । টিনটিনকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে ।
হ্যাঁ বলুন . . . কি ? . . . একজনের মৃত্যু ? . . . দুজনের মৃত্যু ?! . . . ঠিক আছে . . . বলুন . . .
টিনটিন আর হ্যাডক ?
টিনটিন? !
তাড়াতাড়ি বলুন , কোথায় ?
কোথায় ? . . . ঠিক আছে , বুঝেছি . . . আমরা আসছি ।
কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে এখনোও স্পষ্ট নয় । আপনারা শুরু থেকে আমাকে টার্গেট করেছেন কেন ? কেন এত কাঠখড় পোড়ানো ? জালিয়াতি আর খুন তো এক জিনিস নয় !
তুমি অনেক বুদ্ধিমান , টিনটিন । তাও যখন ধরতে পারলে না তাহলে একটু সাহায্য করি ।
এ কি !...

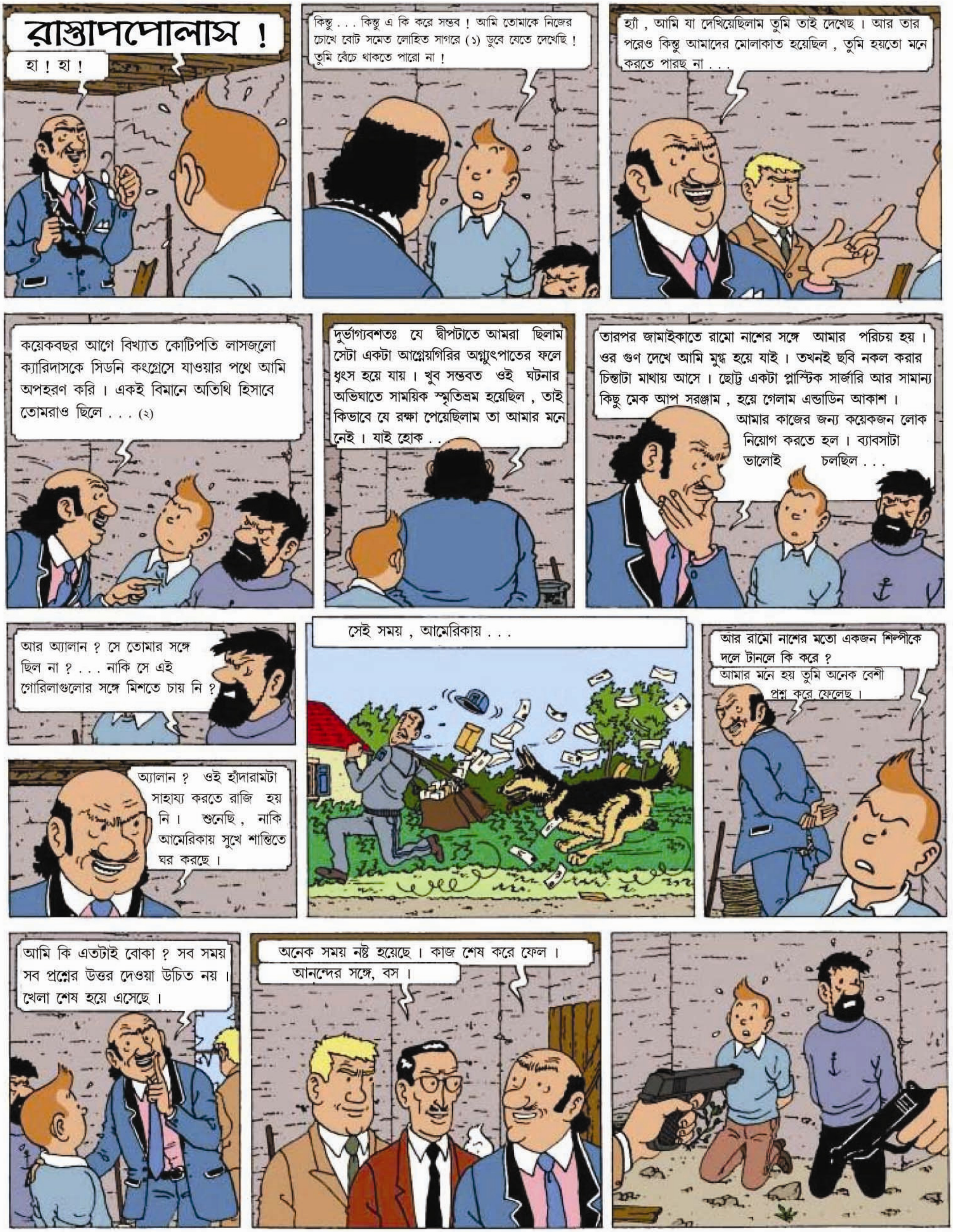

(১) লোহিত সাগরের হাঙর
(২) ফ্লাইট ৭১৪

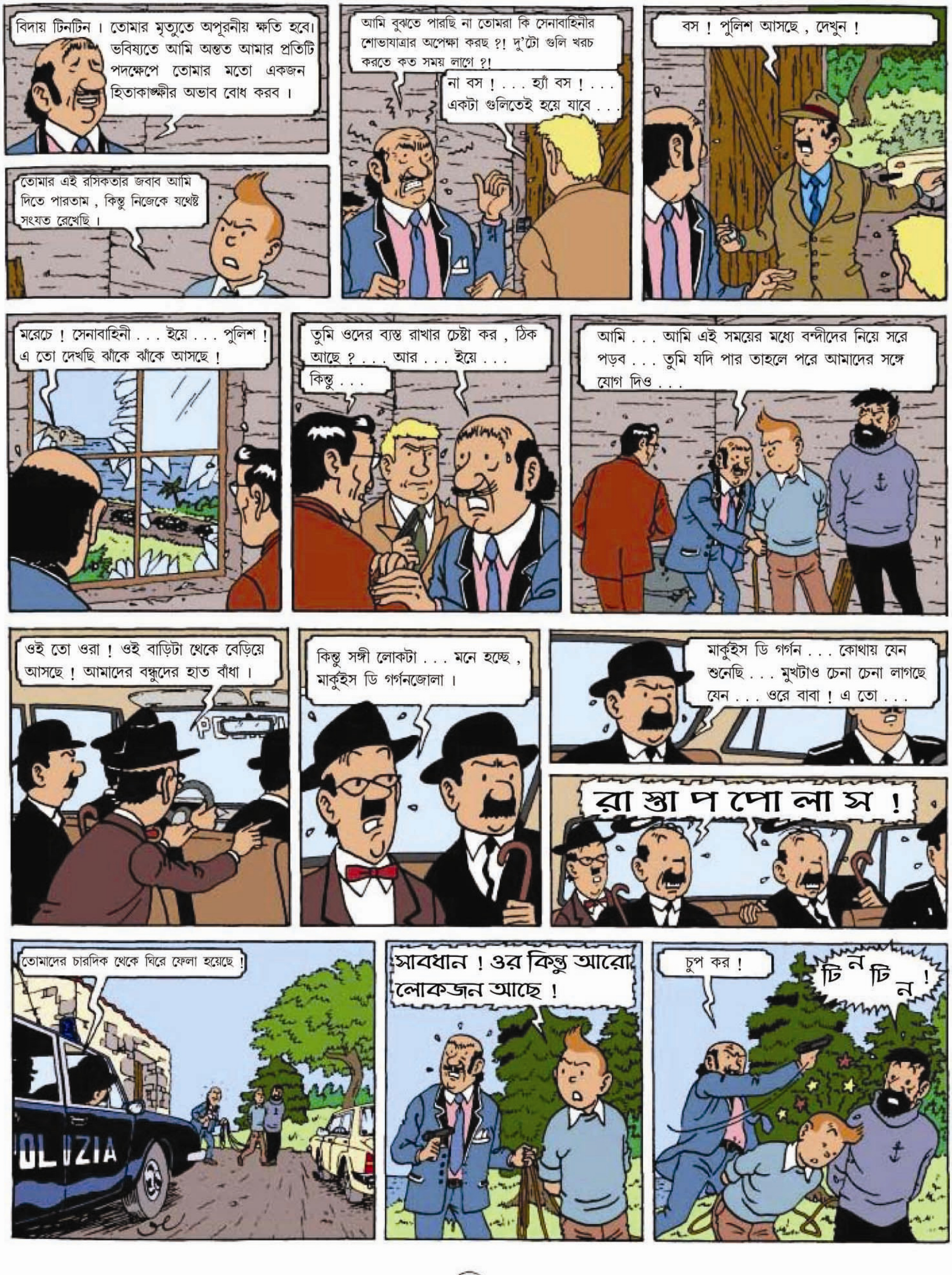

বিদায় টিনটিন । তোমার মৃত্যুতে অপূরনীয় ক্ষতি হবে। ভবিষ্যতে আমি অন্তত আমার প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার মতো একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব বোধ করব ।
তোমার এই রসিকতার জবাব আমি দিতে পারতাম , কিন্তু নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখেছি ।
আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কি সেনাবাহিনীর শোভাযাত্রার অপেক্ষা করছ ?! দু'টো গুলি খরচ করতে কত সময় লাগে ?!
না বস ! . . . হ্যাঁ বস ! . . . একটা গুলিতেই হয়ে যাবে . . .
বস ! পুলিশ আসছে , দেখুন !
মরেছে ! সেনাবাহিনী . . . ইয়ে . . . পুলিশ ! এ তো দেখছি ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে !
তুমি ওদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা কর , ঠিক আছে ? . . . আর . . . ইয়ে . . .
কিন্তু . . .
আমি . . . আমি এই সময়ের মধ্যে বন্দীদের নিয়ে সরে পড়ব . . . তুমি যদি পার তাহলে পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিও . . .
ওই তো ওরা ! ওই বাড়িটা থেকে বেড়িয়ে আসছে ! আমাদের বন্ধুদের হাত বাঁধা ।
কিন্তু সঙ্গী লোকটা . . . মনে হচ্ছে , মার্কুইস ডি গর্গনজোলা ।
মার্কুইস ডি গর্গন . . . কোথায় যেন শুনেছি . . . মুখটাও চেনা চেনা লাগছে যেন . . . ওরে বাবা ! এ তো . . .
রাস্তাপপোলাস !
তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে !
সাবধান ! ওর কিন্তু আরো লোকজন আছে !
চুপ কর !
টিনটিন !

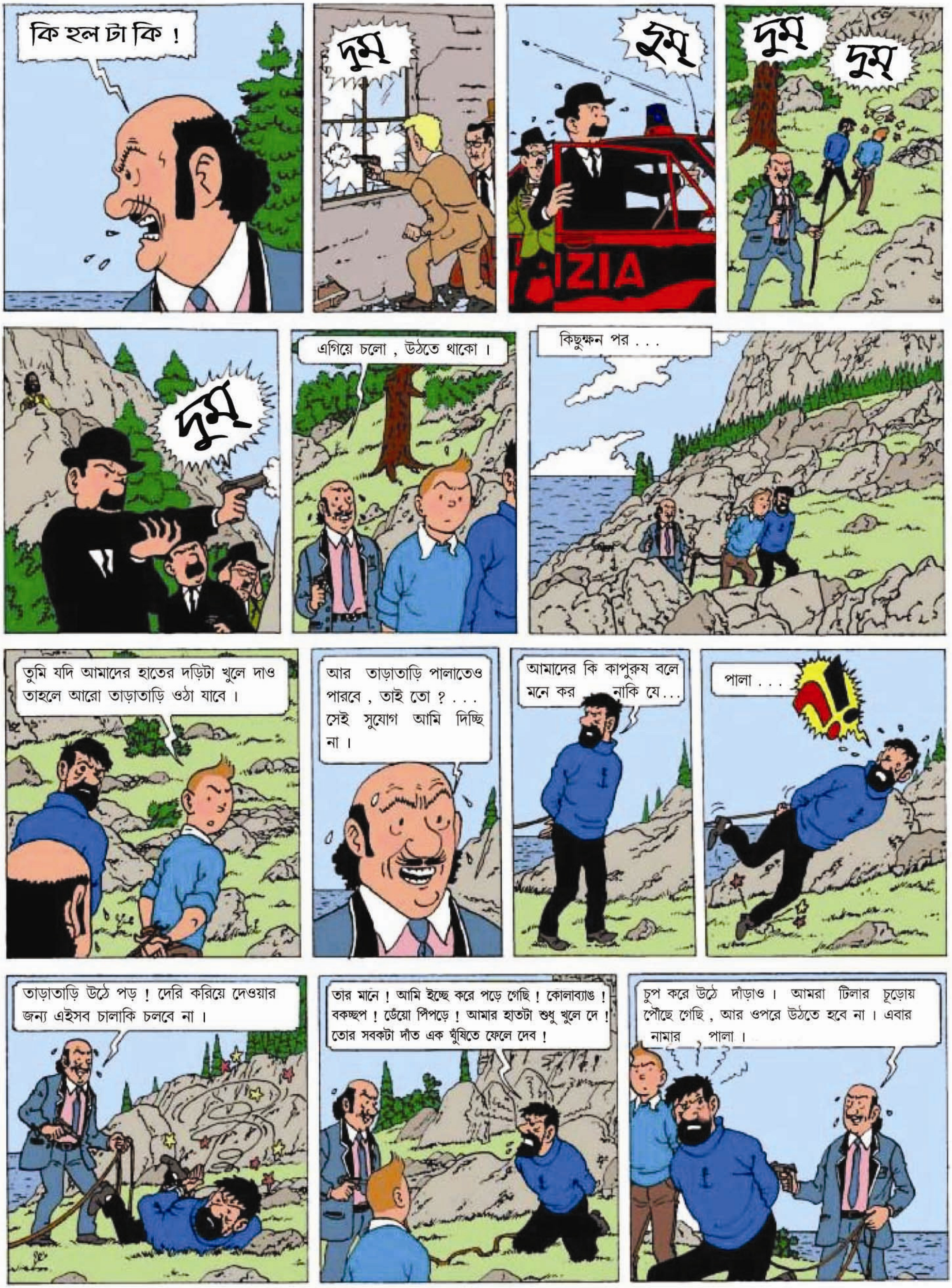
কি হল টা কি !
দুম্
ডুম্
দুম্
দুম্
দুম্
এগিয়ে চলো , উঠতে থাকো ।
কিছুক্ষন পর . . .
তুমি যদি আমাদের হাতের দড়িটা খুলে দাও তাহলে আরো তাড়াতাড়ি ওঠা যাবে ।
আর তাড়াতাড়ি পালাতেও পারবে , তাই তো ? . . . সেই সুযোগ আমি দিচ্ছি না ।
আমাদের কি কাপুরুষ বলে মনে কর নাকি যে . . .
পালা . . .
তাড়াতাড়ি উঠে পড় ! দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য এইসব চালাকি চলবে না ।
তার মানে ! আমি ইচ্ছে করে পড়ে গেছি ! কোলাব্যাঙ ! বকচ্ছপ ! ডেঁয়ো পিঁপড়ে ! আমার হাতটা শুধু খুলে দে ! তোর সবকটা দাঁত এক ঘুঁষিতে ফেলে দেব !
চুপ করে উঠে দাঁড়াও । আমরা টিলার চূড়োয় পৌঁছে গেছি , আর ওপরে উঠতে হবে না । এবার নামার পালা ।

নামব ! এখান থেকে ? হাত বাঁধা অবস্থায় ? তুমি নিজে নামার চেষ্টা কর দেখি ।
ঠিক কথা . . . এই জায়গা দিয়ে নামা সম্ভব নয় . . . কিন্তু পিছনে ফিরে যাওয়াও আর চলবে না ।
টিলার কিনারা বরাবর দেখতে হবে অন্য কোথাও নামার রাস্তা আছে কিনা ।
চলো যাওয়া যাক ।
তুমি ধরা পড়ে গেছ , রাস্তাপপোলাস ।
ক্যাপ্টেন ! শ্‌শ্‌শ্‌ !
রাস্তাপপোলাস , আপনার সঙ্গীদের বন্দী করা হয়েছে । আপনাকেও ঘিরে ফেলা হয়েছে । আপনি পালাতে পারবেন না । আত্মসমর্পণ করুন ।
দুম্
পরিস্থিতি আর খারাপ করার চেষ্টা কর না । তুমি ধরা পড়ে গেছ , রাস্তাপপোলাস ।
আমি ধরা দেব ? জীবন্ত ?
কভি নেহি ! আপনারা যেখানে আছেন সেখান থেকে আর এগোনোর চেষ্টা করবেন না । এগোলেই কিন্তু আমি এদের ওপর গুলি চালাতে বাধ্য হব ।
ঠিক আছে । আমরা এগোবো না ।
বাঃ ! এবার চল । কিন্তু কোনোরকম চালাকি নয় । বুঝেছ ?
আঁউফ্ !
কুট্টুস !

দুম্ !
ফট্ !
একদিনে দু'বার কামড়েছে হতচ্ছাড়া ! নে মর এবার !
ফটাস !
কুট্টুস !
রাস্তাপপোলাস ! কুট্টুসের যদি কিছু হয় , তাহলে তুমি আমার হাত থেকে নরকে গিয়েও নিস্তার পাবে না । বুঝতে পেরেছ ?
বুঝেছি , বুঝেছি । এখন বাজে না বকে এগোও তো হে ছোঁড়া !
এগোবো ? কোনদিকে ?
ইয়ে . . . ওই যে বললাম , টিলার কিনারা বরাবর . . . আমাদের খুজতে হবে . . .
ফোস্কাপড়া ঝঞ্ঝাবর্ত ! তুমি কি এখনোও ভাবছ যে পুলিশের হাত থেকে এইভাবে পালাতে পারবে ? ভাল করে চিন্তা করে দেখ ।
ওরা কিন্তু তোমায় চারিদিক থেকেই ঘিরে ফেলেছে ।
বললাম যে , আমায় জীবন্ত ধরা ওদের সাধ্যের বাইরে । . . . আর ওরা তোমাদেরও জীবন্ত খুঁজে পাবে না ।
হুপ্ !
?!
ঠকাস
উফ্ ! মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা . . .
হি হি ! সেই স্কুলে যাওয়ার সময় আমার এইরকম একটা লাল রঙের টাই ছিল । . . .

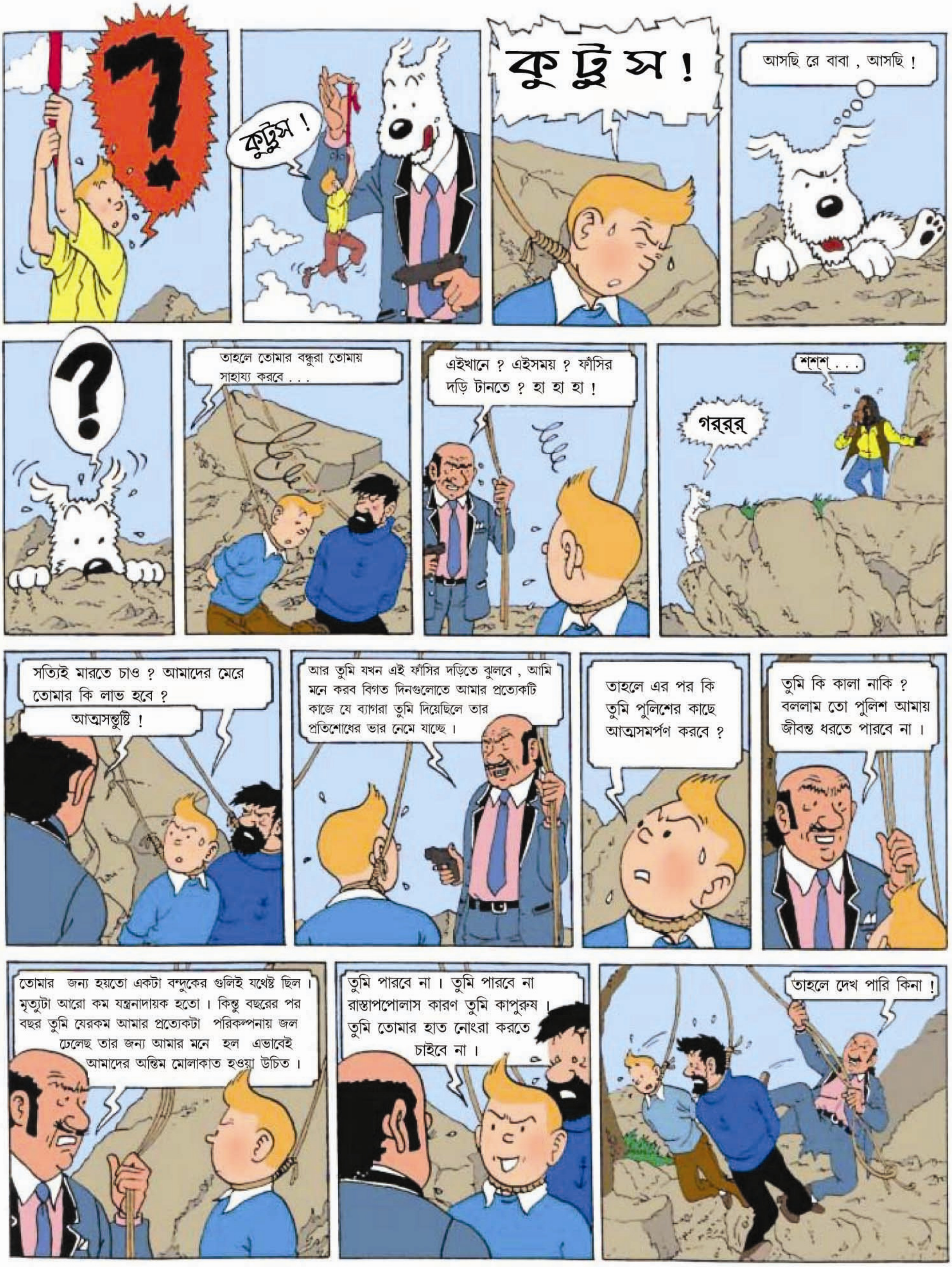
কুটুস !
কুট্টুস !
আসছি রে বাবা , আসছি !
তাহলে তোমার বন্ধুরা তোমায় সাহায্য করবে . . .
এইখানে ? এইসময় ? ফাঁসির দড়ি টানতে ? হা হা হা !
শশশ . . .
গরর্র্
সত্যিই মারতে চাও ? আমাদের মেরে তোমার কি লাভ হবে ?
আত্মসন্তুষ্টি !
আর তুমি যখন এই ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে , আমি মনে করব বিগত দিনগুলোতে আমার প্রত্যেকটি কাজে যে ব্যাগরা তুমি দিয়েছিলে তার প্রতিশোধের ভার নেমে যাচ্ছে ।
তাহলে এর পর কি তুমি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবে ?
তুমি কি কালা নাকি ? বললাম তো পুলিশ আমায় জীবন্ত ধরতে পারবে না ।
তোমার জন্য হয়তো একটা বন্দুকের গুলিই যথেষ্ট ছিল । মৃত্যুটা আরো কম যন্ত্রনাদায়ক হতো । কিন্তু বছরের পর বছর তুমি যেরকম আমার প্রত্যেকটা পরিকল্পনায় জল ঢেলেছ তার জন্য আমার মনে হল এভাবেই আমাদের অন্তিম মোলাকাত হওয়া উচিত ।
তুমি পারবে না । তুমি পারবে না রাস্তাপপোলাস কারণ তুমি কাপুরুষ । তুমি তোমার হাত নোংরা করতে চাইবে না ।
তাহলে দেখ পারি কিনা !

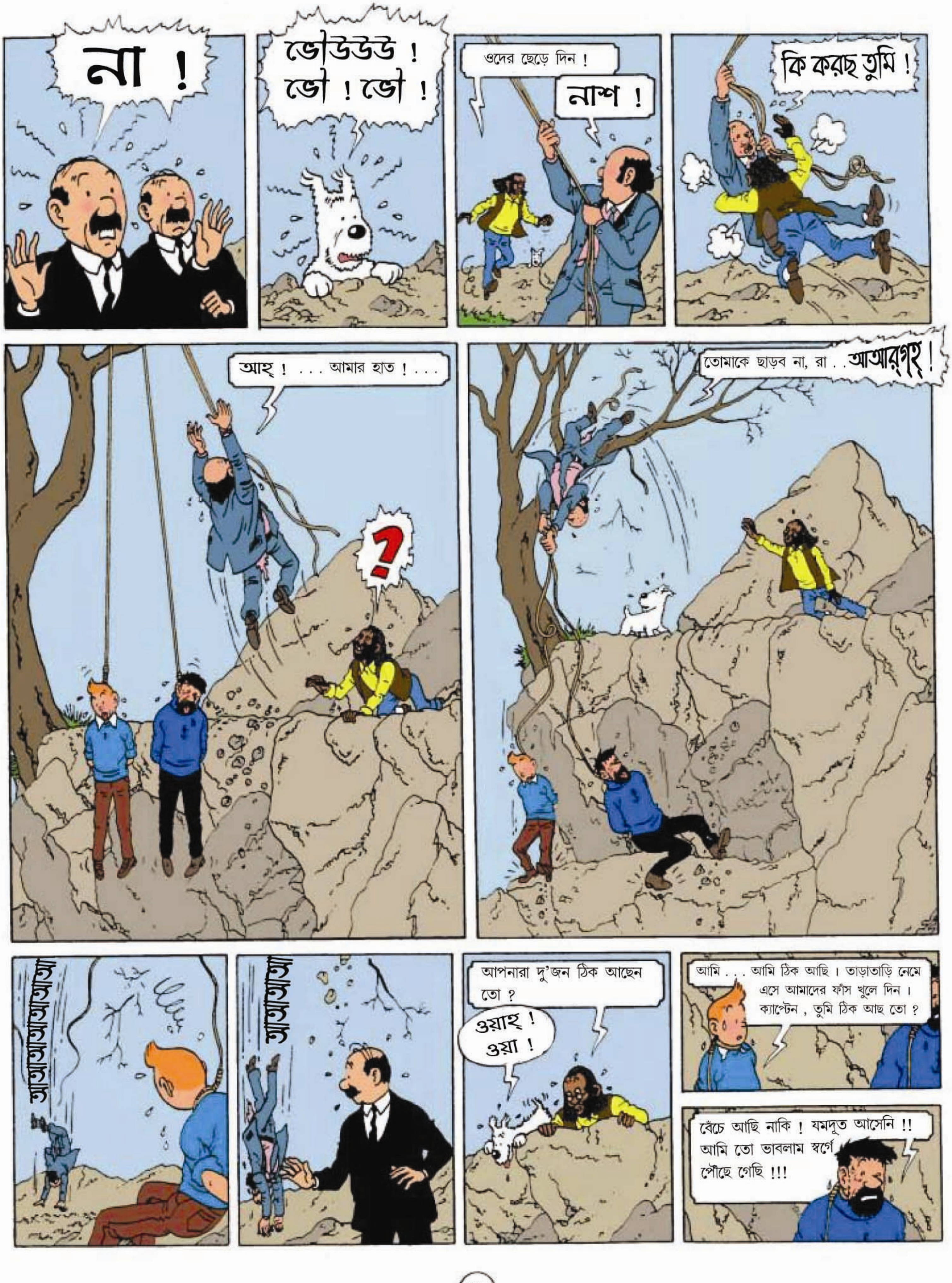
না !
ভৌউউউ ! ভৌ ! ভৌ !
ওদের ছেড়ে দিন !
নাশ !
কি করছ তুমি !
আহ্ ! . . . আমার হাত ! . . .
?
তোমাকে ছাড়ব না, রা . . আআর্‌গ্‌হ্‌ !
আপনারা দু'জন ঠিক আছেন তো ?
ওয়াহ্ ! ওয়া !
আমি . . . আমি ঠিক আছি । তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাদের ফাঁস খুলে দিন । ক্যাপ্টেন , তুমি ঠিক আছ তো ?
বেঁচে আছি নাকি ! যমদূত আসেনি !! আমি তো ভাবলাম স্বর্গে পৌঁছে গেছি !!!

এবার নিচে নেমে প্রথমে অন্যদের সাথে দেখা করতে হবে । কুটুস , তুই আগে আগে নাম ।
যাক , খুব জোরাত বরে . . . ইয়ে . . . বরাত জোরে বেঁচে গেছ . . .
তা যা বলেছেন ! কিন্তু আমি যে ঈশিকাতে সেটা আপনারা জানলেন কি করে ?
বেশ কিছুদিন ধরেই একটা সন্দেহ ছিল যে রামো নাশ হয়তো বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ বেআইনীভাবে নকল করছেন । আমরা তদন্ত চালাতে চালাতে এখানে এসে পড়ি । তারপর থানায় মি . ওয়াগনারের সঙ্গে আলাপ হয় ।
তাই ? . . .
চলুন , আমাদের নীচে নেমে দেখতে হবে যে . . .
দস্যুটা . . .
জলদস্যু ?
তারপর তো থানায় ওয়াগনারের সঙ্গে আলাপ হল . . . উনি তোমাদের মিথ্যা অ্যারেস্ট হওয়ার গল্পটা বলছিলেন . . . সেই সময় ফোন এল রামো নাশের . . .
. . . যাকে ছবি নকল করার কাজে রাস্তাপপোলাস হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেছিল ।
ঠিক তো ? মি . নাশ ?
হ্যাঁ . . . ঠিক . . . কিন্তু . . .
আমি কিন্তু খারাপ লোক নই ! জামাইকাতে যখন রাস্তাপপোলাসের সঙ্গে আলাপ হয় তখন আমি একজন দরিদ্র উঠতি শিল্পী ছিলাম । কেউ আমাকে চেনে না । নাম করার জন্য ভীষন লড়াই করছিলাম ।
. . . তারপর রাস্তাপপোলাস আমাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী হিসাবে পরিচিতি দিলেন ।
বিখ্যাত শিল্পীদের ঘরানা অনুকরণ করে আমি কাজ করতাম । এটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা । কখনোই ছবি নকল করি নি ।
রাস্তাপপোলাস সেই ছবিগুলো শিল্পরসিকদের দিয়ে অনুমোদন করিয়ে বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি বলে চড়া দামে বিক্রি করত । এর জন্য আমার কোনো অভিযোগ নেই ।
ওই যে ! . . . আমি দেখতে পেয়েছি !
কোনো আশা আছে কি ?
নাঃ . . . বেঁচে নেই ।
ওর আত্মার শান্তি হোক ।

বর্ণশিল্পের ছোঁওয়ায় কোকিলকণ্ঠী
Ben Kalish Ezab abandons plans to art m... ums in Khemed
When asked about recent events, the Emir said : "I knew that Tintin and Captain Haddock were innocent. They are old friends of mine, and they helped me get my son back when he had been kidnapped by the dastardly Doctor Müller, and they also looked after my little ducky when I was in hiding in the Djebel mountains. But I now have absolutely no intention of building art galleries in Wadesdah
"The future of Khemed is in art, but in oil.
...kass & Alph-Art : the truth behind the cover
আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্রের গোপন
বাঁদিক থেকে : ক্যাপ্টেন হ্যাডক , কুট্টুস ও টিনটিন
নিজস্ব সংবাদদাতা , ইতালি : বিখ্যাত সাংবাদিক টিনটিন , সারা পৃথিবীতে তো বটেই এমন কি চাঁদে পর্যন্ত যাঁর অভিযান মানুষের মনে রেখাপাত করেছে , তিনি এবার ইতালিতে তাঁর কীর্তির আরো একটি নিদর্শন রেখে গেলেন । ধর্মগুরু এন্ডাডিন আকাশের মুখোশের পিছনে লুকিয়ে থাকা এক আন্তর্জাতিক অপরাধীর
এবং পিকাসোর মত শিল্পীদের ছবি জাল করে বিভিন্ন পারদর্শী শিল্পবোদ্ধাদের চোখে ধুলো দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন । রাস্তাপপোলাসের বাগানবাড়ি থেকে এইরকম প্রচুর সমাপ্ত বং অর্ধসমাপ্ত ছবি উদ্ধার করা হয়েছে। এই সব ছবি গুলি আধুনিক শিল্পী রামো নাশের, যিনি তাঁর সাম্প্রতিকতম কীর্তি বর্ণ শিল্পের জন্য প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন । অথচ বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পের ঘরানা অনুকরণ করার রামো নাশের এই অবিশ্বাস্য ক্ষম শিল্পমহলকে রীতিমত স্তম্ভিত দিয়েছে । কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ সমঝদার মি . ফোরকার্ট এ মোনাস্তি আসল ঘটনাটি করতে পেরেছিলেন ।
নিজের জীবন বিপন্ন করে এই অতুলনীয় কীর্তির জন্য মি . টিনটিনকে ইটালির সরকারের থেকে বিশেষ সম্মান
One of the most inf-amous terrorists of our time, the criminal mastermind Roberto Rastapopoulos, was killed yesterday on the island of Ischia, in Italy.
ACCOMPLICE?
দু'দিন পরে . . .
কি জ্বালা ! আবার সাংবাদিক !
এদিকে তাকান মি . টিনটিন ।
এদিকে!
মি . টিনটিন , অল্প কথায় কিছু বলবেন ?
অবশ্যই , বলুন কি জানতে চাইছেন ?
এটা কি সত্যি যে ইতালির সরকার রাস্তাপপোলাসের বাগানবাড়িটা আপনাকে উপহার দিয়েছেন ?
হ্যাঁ , সত্যি ।
আপনি কি তাহলে ওখানেই থাকবেন বলে ঠিক করেছেন ?
কোনো প্রশ্নই ওঠে না । আমরা মার্লিনস্পাইকেই থাকব । ইতালিতে আমি আর জীবনেও পা রাখব না ।
মি . নাশ , আপনি নাকি বর্ণশিল্প ছেড়ে দিয়ে এখন ক্লাসিক্যাল শিল্প নিয়ে কাজ করছেন ?
হ্যাঁ , ঠিকই শুনেছেন ।
মি . টিনটিন . . .

আরে ! মিস মার্টিনা ! কি খবর ? কেমন আছেন ?
খুব ভাল । আপনি ?
আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই এসেছি । প্রভুজী যে এইরকম একজন অপরাধী তা শুনে প্রথমে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছিলাম ! যাই হোক , আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ওর মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য ।
অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি আরো খুশী হতাম যদি মি . মোনাস্তি এবং আপনার বস মি . ফোরকার্ট খুন না হতেন ।
আমি জানি ।
ইয়ে . . . মি . টিনটিন . . . আজ রাতে আমাদের বাড়িতে আপনার নৈশভোজের আমন্ত্রন রইল । আমার বাবা মা আপনাকে দেখতে চেয়েছেন ।
স্যার , ফিরলেন ?
নেস্টর ! প্রোফেসর !
আশাকরি আপনার বিদেশ ভ্রমন ভালোই হয়েছে , স্যার।
দুর্দান্ত , নেস্টর , দুর্দান্ত ! তোমাকে আরো একটা বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব সামলাতে হবে , জান তো ?
জানি , স্যার ।
মার্লিনস্পাইকের পেছনের বাগানটার জন্য একটা দারুন পরিকল্পনা মাথায় এসেছে ।
না ক্যাপ্টেন, দাড়ি কেটে ফেললে তোমায় মোটেও মানাবে না ।
আর কয়েকদিন পর . . .
নীল রঙের . . . সহস্রকোটি কুজ্ঝটিকা !
নড়াচড়া করবেন না ক্যাপ্টেন ! . . .
আপনি তো জানেন বেশী নড়াচড়া করলে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে ।
ক্যাপ্টেন ! নড়বেন না । তাহলে আমি কিন্তু কাজ শেষ করতে পারব না ।
ফোস্কাপড়া ঝঞ্ঝাবর্ত !
মার্জনা করবেন . . . আসলে নীল মাছি নিয়ে অতীতে আমার একটা খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে । কিন্তু আপনি তো কাজটা ঘরের ভেতরেও করতে পারতেন ।
আমি চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ পরিবেশে কাজ করতে পারি না । প্রকৃতির মাঝখানে না হলে উৎকৃষ্ট মানের শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয় ।
তাই বুঝি ?
অভিনন্দন

এই যে ভায়া , শুনলাম নাকি তুমি ইতালিতে আরো একটি বাগানবাড়ির মালিক হয়েছ ? তাই তোমায় অভিনন্দন জানাতে এলাম ।
ও . . . ধন্যবাদ ।
আমি ইতালিতে আমার পরিবারকে নিয়ে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি । তুমি নিশ্চয়ই দিন পনেরোর জন্য তোমার বাড়িতে আমাদের থাকতে দিতে আপত্তি করবে না ?
কিন্তু . . .
বাড়িটা আসলে টিনটিনের । কাজেই ওর অনুমতি লাগবে ।
তা নিয়ে নাও !
ও যদি ভেবে থাকে আমি আমার বাড়িটা ওর গুষ্টিশুদ্ধু সবাইকে দিয়ে ছারখার করতে দিতে রাজি হব তাহলে ভুল ভেবেছে !
উরিব্বাস ! বাবা ! এই মূর্তিটা দেখেছ ? এটা কোন ঠাকুর ?
এটা প্রাচীন রোমান দেবতা ! মনে হয় . . .যীশু . . . বা পেরিক্লিস . . . আরে ! না না . . .
এ তো ক্যাপ্টেন ! . . . কি মহানুভবতা ! . . . কি উৎসাহ ! ওকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে ।
আহা ! কি বিশাল হৃদয় মানুষটার ! যেমন বুদ্ধি তেমনি চিন্তাশক্তি !
জয়লন , আমার প্রিয় বন্ধু । এই নাও চাবি ।
বাঃ ! এই তো ।
টিনটিন একটু ইতস্ততঃ করছিল । কিন্তু আমি রাজি করিয়ে নিয়েছি ।
ধন্যবাদ বন্ধু । আমি জানতাম তুমি পারবে।
ব্যাপারটা হল , আমার এক মাসতুতো ভাই ইতালিতে থাকে । আমি ওকেও ওর পরিবার নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে নেমন্তন্ন করেছি ।
ক্যাপ্টেন , কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?
ওয়াগ . . . না
আমি এইমাত্র ওকে তোমার বাগানবাড়ির চাবিটা দিয়ে দিলাম . . .
না না , কিচ্ছু লাগবে না । একদম বিনামূল্যে । আজ আমি দারুন খোশমেজাজে আছি ।
কুটুস , চলে আয় !

সমাপ্ত

বর্ণশিল্প রহস্য

টিনটিনের চতুর্বিংশতিতম অভিযান ‘‘বর্ণশিল্প রহস্য’’ অসমাপ্ত রেখে ১৯৮৩ সালের ৩ রা মার্চ ব্রাসেলসের সেন্ট লুক ক্লিনিকে হার্জ মারা যান। ৪২ পাতার খসড়া ও প্রাথমিক স্কেচ ছাড়া এই কমিক্সটির অন্য কোন কাজ এগোয় নি। মূলতঃ পেন্সিলে স্কেচগুলি করা হয়েছিল , তাতে মাঝে মাঝে লাল , কালো ও নীল ফেল্ট পেনের ব্যবহার দেখা যায় । হার্জের মৃত্যুর পর এই অসমাপ্ত খসড়া অনুযায়ী "Tintin and the Alph Art" কে বহু শিল্পী সমাপ্ত করতে চেষ্টা করেছেন । বর্তমান সংষ্করনটি কানাডিয়ান শিল্পী ভেস রোডিয়ারের চিত্রিত এবং বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুদীপ দেব । এই সংষ্করনে অঙ্কন এবং অনুবাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব অন্যান্য কাহিনিগুলিকে অনুসরণ করা হয়েছে ।